মৃত্যুসঞ্চারিণী নাম নাকের ভিতর ঢুকে
চারি দ্বারের বানরকটক ওঠে ঝাঁকে২।
সুবর্ণকরণী নাম পরাণের গতি
বানরকটক সুন্দর হইল যেন দেবমূরতি।
নিদ্রা হইতে ওঠে যেন নিদ্রিত জন
মহাপুরুষ ওঠিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
চারি দ্বারের বানর ওঠে দিয়া গাঝাড়া
হনুমান দেখিয়া সভে হস্ত কৈল যোড়া।
তোমার বড় বীর আর ত্রিভুবনে নাই
তোমার প্রসাদে সভে মৈলে প্রাণ পাই।
রাম বলেন তোমার বোলে আমার চমৎকার
প্রসাদ দিতে প্রসাদ নাই বারি তোমার বীর।
এক প্রসাদ দিতে পারি দেহ আলিঙ্গন
হনুমানে কোল দিল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
অনাহারে বানরকটক ঘুরিয়া বিকল
আপন ইচ্ছায় খাঁদড়ে পর্বতের ফুল ফল।
ফল ফুল খাইয়া বানর বড় কৈল পেট
লড়িতে চড়িতে নারে চাহিতে নারে হেট।

হুত সেনাপতি গেল রামের বিদ্যমান
পর্ব্বত লইয়া থুক হনু পর্ব্বতের স্থান।
শ্রীরামের আজ্ঞায় বীর চলিল সত্বর
পর্ব্বত লইয়া ওঠে বীর গগনমণ্ডল।
সাগর পার হয় যেন থালি আর ঝুলি
হাত্রের ভিতর পর্ব্বত থুইল মহাবলী।
বানরকটক লইয়া বসিয়াছেন রঘুনাথ
রামের আজ্ঞায় রহে বীর যোড়হাত।
রামের চরণে বানর করে পুটাঞ্জুলি
সূর্য্যের কিরন রাম দেখেন কক্ষতলি।
রাম বলেন শুন বলি পবননন্দন
তোমার শরীরে কেন সূর্য্যের কিরন।
হনুমান বলে গোঁসাঞি কর অবগতি
ঔষধি আনিতে গেলাম দুই পুহর রাতি।
ঔষধি না পাইয়া পর্ব্বত আনিনু সহসে
হেনকালে দেখি পূর্ব্ব দিগ পুকাশে।

সূর্য্যকে বলিলাম গোঁসাঞি কর অবিরাম
তোমার বংশে পড়িয়াছেন ঠাকুর শ্রীরাম।
ঔষধি লইয়া যাই পর্ব্বতশেখর
রাম লক্ষ্মণ জীবেন আর সকল বানর।
যত বলিলাম না শুনিল দিনপতি
আনিলাম সূর্য্য গোঁসাঞি না পোহায় রাত্রি।
শুনিয়া রামের তরে লাগে চমৎকার
রাত্রি না পোহায় এই হেতু অন্ধকার।
তোমার বিক্রম দেখি আমার লাগে ভয়
এড়িয়া দেহ সূর্য্য গিয়া করুন উদয়।
সূর্য্যের উদয় হইলে অন্ধকার প্রকাশ
তোমার প্রসাদে হইল অন্ধকার নাশ।
রামের বচনে হনুমান বীর হাসে
এড়িয়া দিল সূর্য্য গিয়া উঠিল আকাশে।
মিথ্যা হইল যত যুদ্ধ করিল ইন্দ্রজিত
কীর্ত্তিবাস রচিল লঙ্কার অর্দ্ধেক গীত।

রামজয় বলিয়া বানর ছাড়ে সিংহনাদ
লঙ্কার ভিতর রাবন গনিল প্রমাদ।
যত রাক্ষস পড়ে মোর না জীয়ে এক জন
বারে২ মরিয়া উঠে শ্রীরাম লক্ষ্মন।
হেন চার যুদ্ধে মোর কোন প্রয়োজন
কপাট দিয়া প্রান রাখি প্রান বড় ধন।
লঙ্কার ভিতর আসিতে বানর না পায় বাট
লঙ্কার চারি দ্বারে দেহ লোহার কপাট।
রাবনের আজ্ঞা যদি পায় বীরভাগে
লঙ্কার চারি দ্বারে লোহার কপাট লাগে।
পাতরের তসলা দিয়া কপাট দিল আঁতি
আছুক অন্যের কায বায়ুর নাহি গতি।
পাঁচ দিন কপাট দিল কপাট নাই মেলে
হেন বেলা সুগ্রীব রাজা হনুমানে বলে।
সুগ্রীব বলেন হনুমান শুনহ সম্বাদ
কপাট দিয়া রহিল রাবন গনিয়া প্রমাদ।
কপাট দিয়া রহে রাবন লাজ নাহি বাসে
সকল বানরে অগ্নি দেহ লঙ্কার আওয়াসে।

এক্কে চায় আরে আজ্ঞা পায়েত বানর
একে২ প্রবেশ করে লঙ্কার ভিতর।
এক্কেক বানরের হাতে দুই২ উল্কল
অগ্নি দিয়া পোড়ায় রাক্ষসের চালেচাল।
অর্দ্ধেক স্ত্রী পুরুষের গায়ের গেল ছাল
রাক্ষস বলে বানর হইয়া আইল কাল।
লেজে ঘড়াইয়া ফেলে রাক্ষসে অগ্নির ওপর
ছোট বড় রাক্ষস পুড়িয়া মরিল বিস্তর।
যুবক রাক্ষস সব স্ত্রী লইয়া কোলে
বানরে অগ্নি দেয় সেই ঘরের চালে।
স্বামী এড়িয়া স্ত্রী সব পলায় উভ রড়ে
ঝাঁপ দিয়া কেহ গিয়া জলের ওপর পড়ে।
লঙ্কার ভিতর যত দীঘী আর পুখরী
অগ্নির ডরে পড়িছে লঙ্কার যত নারী।
সুন্দরী স্ত্রীর মুখ চন্দ্রহেন জলে
সেই সরোবরে যেন ফুটিল কমলে।
দূরে থাকিয়া দেখে তাহা হনুমান বানর
মাতার ওপর ফেলিমারে গাছ পাতর।

ত্রাসে ডুব দেয় কন্যা পানির ভিতরে
হাঁফর হইয়া পানি ধাইয়া সব মরে ।
দাণ্ডাইয়া রঙ্গ দেখে যতেক বানর
রত্ননির্ম্মিত ঘর দেখিতে সুন্দর ।
লেখাজোখা নাই যত পোড়ে লঙ্কার ঘর
হরিষেতে রঙ্গ দেখে যতেক বানর ।
খাটপাট পোড়া যায় আর চতুর্দ্দোল
শ্বেত নেত পোড়া যায় আর পড়া ঢোল ।
কৌতুকে রাবন রাজা ময়ূর পক্ষী পোষে
লেজ পোড়া গেল এখন কেমন ধরে কিসে ।
বানরকটক গাছ পাতর ফেলে ঝাঁকে২
ভিতর বাহিরে লঙ্কা মজে কুম্ভীপাকে ।
দেখিয়া সুগ্রীব রাজা হরিষ হইল মনে
ডাক দিয়া বলে বানর শুন সাবধানে ।
যে দ্বারে রাক্ষস আসিয়া দিবেক বাড়ি
তার মুখে জ্বালিয়া দিবা জ্বলন্ত দেওড়ি ।

একে চায় আরে আড্ডা পায়েত বানর
একে২ প্রবেশ করে লঙ্কার ভিতর।
একেক বানরের হাতে দুই২ ওস্কল
অগ্নি দিয়া পোড়ায় রাক্ষসের চালেচাল।
অর্দ্ধেক স্ত্রী পুরুষের গায়ের গেল ছাল
রাক্ষস বলে বানর হইয়া আইল কাল।
লেজে ঘড়াইয়া ফেলে রাক্ষসে অগ্নির ওপর
ছোট বড রাক্ষস পুড়িয়া মরিল বিস্তর।
যুবক রাক্ষস সব স্ত্রী লইয়া কোলে
বানরে অগ্নি দেয় সেই ঘরের চালে।
স্বামী এড়িয়া স্ত্রী সব পলায় ওড রড়ে
ঝাঁপ দিয়া কেহ গিয়া জলের ওপর পড়ে।
লঙ্কার ভিতর যত দীর্ঘী আর পুখরী
অগ্নির ডরে পড়িছে লঙ্কার যত নারী।
সুন্দরী স্ত্রীর মুখ চন্দ্রহেন জ্বলে
সেই সরোবরে যেন ফুটিল কমলে।
দুরে থাকিয়া দেখে তাহা হনুমান বানর
মাতার ওপর ফেলিয়াছে গাছ পাতর।

ত্রাসে ডুব দেয় কন্যা পানির ভিতরে
ফাঁফর হইয়া পানি খাইয়া সব মরে।
দাণ্ডাইয়া রঙ্গ দেখে যতেক বানর
রত্ননির্ম্মিত ঘর দেখিতে সুন্দর।
লেখাজোখা নাই যত পোড়ে লঙ্কার ঘর
হরিষেতে রঙ্গ দেখে যতেক বানর।
খাটপাট পোড়া যায় আর চতুর্দ্দোল
শ্বেত নেত পোড়া যায় আর পড়া টোল।
কৌতুকে রাবন রাজা ময়ুর পক্ষী পোষে
লেজ পোড়া গেল এখন কেকয় ধীরে কিসে।
বানরকটক গাছ পাতর ফেলে ঝাঁকে২
ভিতর বাহিরে লঙ্কা মজে কুম্ভীপাকে।
দেখিয়া সুগ্রীব রাজা হরিষ হইল মনে
ডাক দিয়া বলে বানর শুন সাবধানে।
যে দ্বারে রাক্ষস আসিয়া দিবেক বাড়ি
তার মুখে জ্বালিয়া দিবা জ্বলন্ত দেওড়ি।

যে রাক্ষস আসিবে যে ছাড়িবে তারে বাট
আমার হাতে তার সবংশে যাবে কাট।
চারি দ্বারে রহে বানর হাতেতে দিওড়ি
যে রাক্ষস আইসে তার পোড়ায় গোঁফ দাড়ি
রাক্ষসের অবস্থা দেখিয়া বানরগণ হাসে
লঙ্কাকাণ্ডে লঙ্কা পোড়া গায় কীর্ত্তিবাসে।

রাবণ বলে রণে গেলে হারাব পরান
কপাট দিয়া রহিনু তবু নাহিক এড়ান।
কপাট দিয়া পুড়িয়া যদি যুদ্ধ করিনু সার
যুঝিবারে দুই কুমার হইল আগুসার।
কুম্ভ নিকুম্ভ কুম্ভকর্ণের নন্দন
যাহার ডরে ইন্দ্র যম কাঁপে সর্ব্ব জন।
রাবণ বলে তোমরা শুনহ দুই ভাই
ত্রিভুবন পরাজয় তোমাসভার ঠাই।
তোমাসভার সমুখে যুঝিবে কোন জন
হাতে গলায় বান্ধিয়া আন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।

রাজার আজ্ঞা পাইয়া সাজন রথে চড়ে
হাতী ঘোড়া ঠাট কটক নড়ে ঘড়েং।
কটকের পদভরে কাঁপেত মেদিনী
দুই ভাইয়ের ঠাট চলে তিন অক্ষৌহিনী।
ধূলায় অন্ধকার চলে রাক্ষস বীর
কপাট ভাঙ্গিয়া ঠেলাঠেলি হইল বাহির।
রাক্ষস বানরে যুদ্ধ হইল বিস্তর
কটক কটকে যুদ্ধ পাড়িল সকল।
ভঙ্গ দিয়া চতুর্দ্দিগে পলায় রাক্ষসগন
কুম্ভ বীরের ঠাঁই গিয়া পশিল শরন।
কুপিল কুম্ভ বীর ধাইয়া আইসে রনে
কুম্ভ বীরে দেখিয়া পলায় বানরগনে।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র অঙ্গদ রোষে তিন জন
কুম্ভ বীরের উপরে করে গাছ বরিষন।
কুম্ভ বীর বান এড়ে পুরিয়া সন্ধান
তিন বীরের গাছ পাতর করে খানং।
কুম্ভ বীর বান মারি পর্ব্বত ফেলে কাটি
ফুটিল মহেন্দ্র বীর করে ছটফটি।

ভাই কাতর দেখিয়া দেবেন্দ্র দুঃখিত
দশ যোজন পাতর আনিল আচম্বিত।
কুম্ভ বীর বান মারে অতি বিপরিত
ফুটিল দেবেন্দ্র বীর হারাইল সম্বিত।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র বানর যায় গড়াগড়ি
গাছ পাতর এড়ে অঙ্গদ হাতের তড়বড়ি।
কুম্ভ বীর বান মারে পর্ব্বত সব কাটে
সন্ধান পুরিয়া মারে অঙ্গদের ললাটে।
মাতা ফুটিয়া অঙ্গদের রক্ত পড়ে ধারে
বান খাইয়া অঙ্গদ পড়িল ফাঁফরে।
রঘুনাথের আগে কহে তিন বীরের কথা
শুনি রঘুনাথ মনে পাইল বড় ব্যথা।
ঋষভ কুমুদ আর মন্ত্রী জাম্বুবান
তিন সেনাপতিরে রাম করিল সম্বিধান।
রামের আজ্ঞায় চলে তিন সেনাপতি
গাছ পাতর ফেলিয়া ছাইল বসুমতী।
কুম্ভ বীর বান মারে পুরিয়া সন্ধান
তিন বীরের গাছ পাতর করিল খানং।

গাছ কাটা গেল কুম্ভ বীরের বানে
তিন বীর ভঙ্গ দিল যুঝ না পাতে রনে।
বড়২ বানর আইসে বড় করিয়া বৃক্ষ
কুম্ভ বীর দেখি কেহ নহেত সম্মুখ।
যে আইসে সে পলায় রনে নাহি রহে
কুম্ভ বীরের যুদ্ধ সুগ্রীব রহিয়া চাহে।
কুপিল সুগ্রীব রাজা সূর্য্যের প্রতাপ
ঝনঝনায় শব্দ যেন করে বীরদাপ।
কুপিয়া সুগ্রীব রাজা আইসে রড়ারড়ি
দুই চক্ষু জ্বলে যেন জ্বলন্ত দিওড়ি।
কুম্ভ বলে সুগ্রীব পলাস বনে ডালে
এতেক বিক্রম তোর না ছিল কোন কালে।
সুগ্রীব বলে বিবাদ না ছিল কার সনে
আমার বিক্রম না জান এইসে কারনে।
তোর ওপর আজি মোর রনের পরিক্ষা
মোর ঠাঁই পড়িলে আজি তোর নাই রক্ষা।
আগে মোরে হানহ তবে বুঝিব বিক্রম
তোর ঘা সহিয়া তোরে দেখাইব যম।

ক্ষিন কুম্ভ বীর ধনুকে বাণ যোড়ে
লাফ দিয়া সুগ্রীব তার রথের উপর চড়ে।
ধনুকখান নিতে চাহে ঝাকরিতে নারি
রথে হইতে কুম্ভ বীর সুগ্রীবেরে ফেলি।
আছাড় খাইয়া সুগ্রীব হইল অচেতন
চৈতন্য পাইয়া বীর বলে ততক্ষণ।
তোর বাপের জাঠাগাছ ধরিলাম বাম হাতে
তোর হাতের ধনুকখান না পারি ঝাকিতে
বাপের সমান বীর রণে বড় গানি
ইন্দ্রজিতসমান তোরে ধনুকে বাখানি।
কুম্ভ বলে ধনুক বাখানিস ধনুক আমি এড়ি
সুদু হাতে তোমায় আমায় মল্লযুদ্ধ করি।
অস্ত্র এড়িয়া দুই জনে বাজে হুড়াহুড়ি
হুড়াহুড়ি এড়িয়া দুই জনে জড়াজড়ি।
কেহ কারে জিনিতে নারে দুই জন সোসর
দুই জনে মল্লযুদ্ধ করে দুই প্রহর।
কুম্ভ বীরে সুগ্রীব চাপিয়া ধরে কোলে
দশ প্রহরের পথ টানিয়া ফেলে জলে।

সাগরে পড়িয়া বীর করেত আস্ফাল
মৎস্য কুম্ভীর জলজন্তু করে তোলপাড়।
কুম্ভ বীরের আস্ফালনে কেহ নাই আঁটি
ত্রাস পাইয়া সাগর দেখা দিল মাটি।
মাটিতে পা দিয়া পাহাড়ে দিল লাফ
কুম্ভ বীর দেখিয়া সুগ্রীবে লাগে কাঁপ।
আরবার দুই জনে যুঝে বিস্তর
আঁচড়ে কামড়ে দুই জন হইল জর্জ্জর।
কুম্ভ বীরে ধরিয়া সুগ্রীব মারিল আছাড়
মাতার খুলি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হৈল হাড়।
দেখিল সুগ্রীব রাজা হরিষ অন্তর
কষিল নিকুম্ভ বীর কুম্ভের সহোদর।
নিকুম্ভের মুষল বজ্রের সোসর
সুগ্রীবেরে রোষে কুম্ভকর্ণের কোঙর।
হাতে মুষল করিয়া বীর আইল রনস্থলে
যজ্ঞ কুণ্ডের অগ্নি যেন ঘৃত দিলে জ্বলে।
দেখিয়া নিকুম্ভের বিক্রম পরিচ্ছদ
ত্রাস পাইয়া সুগ্রীব হইল নিঃশবদ।

ত্রাস পাইয়া সুগ্রীব রাজা হইল আগুয়ান
সুগ্রীবেরে পাছু করি আগু হইল হনুমান।
সেবক থাকিতে তোর রাজার সনে রন
তোমায় আমায় যুঝি মরে কোন জন।
নিকুম্ভ বলে তোরে পাইলে আনে নাই চাহি
মোর ঠাঁই পড়িলে ঘরপোড়া আজি যাবি কহি।
এত যদি দুই জনে হইল গালাগালি
দুই জনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী।
নিকুম্ভের মুষল যেন বজ্রসোসর
হনুমানের মাতায় মারে লোহার মুদ্গর।
বজ্র শরীর বীরের বজ্রনির্ম্মান
গায়েতে ঠেকিয়া মুষল হইল দুইখান।
হনুমান বলে তোর ঘা গেল রসাতল
মোর ঘা সহ রে বেটা বুঝি তোর বল।
কোপে হনুমান বীর পাসরে আপনা
বজ্র চাপড় মারে যেন পড়িল ঝনঝনা।
চাপড় খাইয়া নিকুম্ভ বীর হইল অস্থির
হনুমানে নিকুম্ভ বলে তুমি বড় বীর।

তোর ঘা সহিনু বেটা বুঝিনু তোর বল
মোর ঠাঁই পড়িলে আজি যাবে রসাতল।
হনুমানের পানে বেটা চাহে এক দৃষ্টে
হনুমানের কাঁকালে মারে বজ্র মুষ্টে।
কাঁকালেতে ব্যথা পাইয়া হনু অচেতন
হনু কোলে লইয়া যায় ভেটিতে রাবন।
গড়ভিতর প্রবেশ করে পরমহরিষে
বানর দেখিতে লঙ্কার স্ত্রী পুরুষ আইসে।
ধন্য২ নিকুম্ভ বীর সভে বলি
ঘরপোড়া বানরের ভাঙ্গিল কাঁকালি।
সুগ্রীবে বন্দি করিয়াছিল তোর বাপ
ঘরপোড়া বন্দি হইল তোমার প্রতাপ।
ঘরপোড়ার কেবল ঘর পোড়াইতে মন
সাগর ডিঙ্গাইয়া আর হইয়াছে স্মালন।
নিকুম্ভের কোলে থাকি হনুমান শুনে
নিকুম্ভে মারিতে বীর চিন্তে মনে২।

সর্ব্বাঙ্গ বিদারে বীর নখের আচড়ে
গায়ের মাংস চুটি তার ধারে রক্ত পড়ে।
গায়ের জ্বালায় নিকুম্ভ আছাড়িয়া ফেলে
লাফ দিয়া ওঠে বীর গগনমণ্ডলে।
অন্তরীক্ষে রহে বীর পবনে করি ভর
নিকুম্ভের কান্ধে চাপে হনুমান বানর।
হাতে চুল ধরিয়া বীর তার মাতা ছিঁড়ি
পড়িল নিকুম্ভ বীর যায় গড়াগড়ি।
মুণ্ড লইয়া ধায় বীর পবনের বেগে
নিকুম্ভের মাতা দেখায় রঘুনাথের আগে।
নিকুম্ভের মাতা দেখি শ্রীরামের হাস
কুম্ভ নিকুম্ভ পড়িল রাবন পাইল ত্রাস।
রাবন রাজা শুনিলেক ভাইপোর মরণ
সিংহাসন এড়িয়া রাজা করিছে ক্রন্দন।
দেব দানব যার ডরে করে সদা শঙ্কা
কুম্ভ নিকুম্ভ পড়িল মোর শূন্য হইল লঙ্কা।
চক্ষুর জলে সর্ব্বাঙ্গ তিতিল লঙ্কেশ্বর
খরের বেটা মকরাক্ষে আনিল সত্বর।

রাত্রি দিন তোমার মায়ের ক্রন্দন শুনি
রামে দুঃখ দিয়ে সীতা আনিনু আপনি।
তথির কারনে রামের সঙ্গেতে বিবাদ
রাম লক্ষ্মণ মারিয়া আজি ঘুচাও আপদ।
তারে বলি পুত্র তবে কুল অলঙ্কার
বাপের বৈরী মারি যেবা শোধে বীর।
বাপের বৈরী মার আজি আমার কর হিত
তোমার বিক্রম বাপু ভুবনপুজিত।
রাজার আজ্ঞা পাইয়া সাজন রথে চড়ে
মকরাক্ষের সাজন দেখি দেবতা কাঁপে ডরে।
মকরাক্ষ হইল গিয়া গড়ের বাহির
সিংহনাদ ছাড়ে বীর বড়ই গভীর।
বড়ং বানর যুঝিতে হইল আগুয়ান
বানর দেখি মকরাক্ষ নাহি যোড়ে বাণ।
পূর্ব্ব দিগে জিজ্ঞাসে খরের নন্দন
কোথা পলাইল তোর শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
নীল বলে মোর ঠাঁই পাও অব্যাহতি
তবে যুদ্ধ করিহ তুমি রামের সংহতি।

তূনস্থান নাই বীরের দক্ষিন দ্বারে যায়
গাছ পত্তর লইয়া বানর তার পাছে যায়।
দক্ষিন দ্বারেতে গিয়া ডাকিছে সত্বর
আগু হইয়া কথা কহে বালির কোঙর।
অঙ্গদ আমার নাম বালির নন্দন
এখন পাঠাব তোরে যমের সদন।
মকরাক্ষ বলে তোর রাম লক্ষ্মন কোথা
যার বাপের বৈরী সে কাটিব তার মাথা।
অঙ্গদ বলে মোর ঠাঁই পাও অব্যাহতি
তবে যুদ্ধ করিহ তুমি রামের সংহতি।
মহাকোপে অঙ্গদ বীর শালগাছ আনে
তূনহেন নাই গাছে নিবারিল বানে।
বেগে চালাইল রথ পশ্চিম দ্বার
ডাক দিয়া অঙ্গদ বীর বলে মার২।
গাছ পাত্তর হাতে করি যায় অঙ্গদ নীল
দেখি মকরাক্ষ না চিন্তয়ে এক তিল।
পশ্চিম দ্বারেতে গিয়া ছাড়ে সিংহনাদ
আগু হইল হনুমান দেখিয়া প্রমাদ।

মকরাক্ষ বলে কোথা শ্রীরাম তপস্বী
তায় আমায় যুদ্ধ করি বানরে না হিংসি।
সন্ধান পুরিয়া বীর রামে ঘন ডাকে
তায় আমায় যুদ্ধ করি দেখুক সর্ব্ব লোকে।
যখন বনের ভিতর মারিল আমার বাপ
তখন যদি জানিতাম দেখিতাম প্রতাপ।
মৃগ চাহিয়া বনে বেড়াও ফল আহারী
অনেক দিন চাহিয়া পাইলাম বাপের বৈরী।
যমদ্বারে যাবে রাম আজি আমার বাণে
কাক শৃগালে যেন গায়ের মাংস টানে।
মকরাক্ষের কথা শুনি রঘুনাথ হাসে
যত কিছু বলে রাক্ষস আমা নাই বাসে।
চৌদ্দ হাজার রাক্ষসে যৈল খর দূষণ
এত রাক্ষস লইয়া তোর বাপের মরণ।
বাপ দেখিতে সাধ বেটা করিলি এত দিনে
বাপে পোয়ে দরশন করাব এখানে।

বড় বোল বলাইস বেটা রন নাহি জিনি
দেখিয়া সম্বর বান এই আমি হানি।
খুরপা বান এড়েন রায় ধনুকে দিয়া টান
বান কাটিতে মকরাক্ষ যুড়িল সন্ধান।
দুই জনে বান বরিষে ধনুকের চটচটি
ঠেকাঠেকি হইয়ে বান করে কাটাকাটি।
মকরাক্ষের বান যেন তারাহেন ছোটে
তিন লক্ষ বান মারে রায়ের ললাটে।
ললাটে ফুটিয়া বানের রহিয়া গেল ফলা
রায়ের শিরে রক্ত যেন রাঙ্গা পদ্মমালা।
আপনা সম্বরিয়া রাম স্থির কৈল বুক
মকরাক্ষের কাটিপাড়ে হাতের ধনুক।
হাতের ধনু কাটাগেল মকরাক্ষ চিন্তে
চক্ষুর নিমেষে আর ধনুক নিল হাতে।
রঘুনাথের উপরে করে বান বরিষন
রাক্ষসের বানে গিয়া ঢাকিল গগন।
খরের বেটা মকরাক্ষ রনকলা জানে
দশ দিগ জল স্থল ঢাকিল গগনে।

বাণে অন্ধকার করি করেত সংগ্রাম
বান ফুটিয়া কাতর হইল শ্রীরাম।
রাম কাতর দেখিয়া বান যোড়েত বিস্তর
সর্ব্বাঙ্গ বিন্ধিয়া রামের করেত জর্জ্জর।
কমল শরীর রামের নাহি অপকাশ
রাম জিনিনু বলিয়া তাহার হইল হাস।
রামেরে বিন্ধিয়া বেটা করিল অস্থির
মনেং চিন্তেন বেটা বাপে হইতে বীর।
ইহার বাপ মারিলাম চারি দণ্ড রনে
তিন পুহর হইল বেটা যুঝে মোর সনে।
সন্ধান পুরিয়া বান আছেন রঘুনাথে
বানে অন্ধাকর হইল না পায় দেখিতে।
রনপণ্ডিত রাম নানা শিক্ষা আইসে
চক্ষুর নিমেষে এড়েন বান দশ দিগ পুকাশে।
দেখিয়া এড়েন বান তারাযেন ছোটে
মকরাক্ষের হাতের ধনুক পুনরপি কাটে।
হাতে তুলি মকরাক্ষ লইল বজ্র জাঠি
দেব দানব ত্রিভুবন যার এক দৃষ্টি।

এড়িলেক জাঠাগাছ তারাযেন জোটে
সেই জাঠায় রঘুনাথ চারি বানে কাটে।
জাঠাগাছ কাটা গেল শেল আছে তাঁড়া
এড়িলেক শেলপাট দিয়া বাহুনাড়া।
দশ দিগ আলো করিয়া আইসে শেলপাট
ঐষিক বান মারেন রাম শেল গেল কাট।
হাতে অস্ত্র নাই বীর মকরাক্ষ রোষে
বজ্র মুষ্টি লইয়া রাম মারিতে আইসে।
মুষ্টি লইয়া আইসে তায় বিধাতা পাষণ্ডি
মকরাক্ষ মারিতে রাম অগ্নি বান এড়ি।
হাসিতে২ রাম অগ্নি বান এড়ে
অগ্নি বানে পুড়িয়া বেটা ভস্ম হইয়া ওড়ে।
ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবনগোচর
মকরাক্ষ পড়িল বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর।
শোকের ওপরে শোক রাবন চিন্তিত
যুঝিবারে আনিল কুমার ইন্দ্রজিত।
যত রাক্ষস পাঠাই আমি যুঝিবার মনে
বাহুড়িয়া যত নাই আইসে রামদরশনে।

যতবার পাঠাই তোমা যুঝিবার তরে
রনজয় করিয়া তুমি আইস বারেবারে।
রাম লক্ষ্মন দুই বেটা বান্ধিলে নাগপাশে
মরিয়া ছিল দুই বেটা জীল পুন্যবাসে।
চতুর্দ্দিগ চাপিয়া কৈলা বান বরিষন
চারি দ্বার মারিয়া ছিলে শ্রীরাম লক্ষ্মন।
ভাগ্যে ছিল তাহার বানর হনুমান
মরিয়াছিল বানর দিল প্রান দান।
তোমার সংগ্রামে কার নাহিক নিস্তার
কতবার রামেরে করিয়াছ সংহার।
আরবার গিয়া তুমি রনে দেহ হানা
বাহুড়িয়া দেশে যেন না যায় কোন জনা।
বাপের কথা শুনিয়া বীর হইল চিন্তিত
যোড়হাত করিয়া বলে কুমার ইন্দ্রজিত।
বারে২ মারিয়া আসি শ্রীরাম লক্ষ্মন
কোথাও না শুনি মৈলে পায়েত জীবন।
মরিয়া থাকে রাম লক্ষ্মন জীয়ে বারবারে
হেন রাম কেমনে করিব সংহারে।

তোমার বাক্য বাপা না পারি লঙ্ঘিতে
রাম লক্ষ্মণ মরিবেক না লয় মোর চিত্তে।
কতবার আমি গিয়া করিয়াছি জয়
না জানি কোন দিন মোরে হইবে প্রলয়।
ইন্দ্রজিতার কথা শুনিয়া বলিছে রাবণ
আগেতে মারিহ তুমি পবননন্দন।
হনুমান বানর সভার দেয়ত জীবন
সভার আগে বধিহ তুমি তাহার জীবন।
আগে যদি মারিলে তুমি পবননন্দন
হনুমান মরিলে জীয়াইবে কোন জন।
যত২ বলে রাবণ না লয় তার চিত্তে
বাপের আজ্ঞা ইন্দ্রজিতা না পারে লঙ্ঘিতে।
সারথি সাজিল রথ সংগ্রামে গহন
সংগ্রামের রথখান করিছে সাজন।
বাপের আজ্ঞায় বীর যুঝিবারে নড়ে
হস্তী ঘোড়া রথখান চলিল ঘড়েঘড়ে।
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী
ইন্দ্রজিতার বাদ্য বাজে তিন অক্ষৌহিনী।

বাদ্যভাণ্ড দড়মাসা ঢাকে ঘন কাঠি
তোলপাড় করি যায় লঙ্কাপুরীর মাটি।
সৈন্য সামন্ত লইয়া যুঝিবারে নড়ে
হেন কালে ইন্দ্রজিতার মা মনে পড়ে।
মা সম্ভাষিতে যায় পুত্রমু বিহনে
যুঝিবার হুড়াহুড়ি তখন পড়ে মনে।
যুঝিবারে চলিয়াছে বাপের অনুরোধে
মা সম্ভাষিতে বীরের হইল বড় সাধে।
ওদ্দিশে মায়ের পায় কৈল নমস্কার
মায়ে পোয়ে পুনরপি দেখা নাহি আর।
যজ্ঞ করিতে বসিল কুমার ইন্দ্রজিত
যজ্ঞসজ্জা লইয়া রাক্ষস ধায় চারিভিত।
শরপত্র বোঝা২ ঘৃতের কলস
কাল ছাগল পালে২ আনিছে রাক্ষস।
রক্তচন্দন রক্তকাষ্ঠ বহে রাক্ষসগণ
রক্তকুসুমমালা রক্ত যে বসন।
শরপত্র বিছাইল যজ্ঞের মেদিনী
যজ্ঞ করিতে বীর বসিল আপনি।

মন্ত্র পড়িয়া যজ্ঞকুণ্ড হতে গোটেং
আতব তণ্ডুল যব হতে পৌটেং।
রক্তচন্দন কাষ্ঠ যোবড়াইয়ে দৃতে
তিন লক্ষ রাক্ষস হোমের চারিভিতে।
অগ্নির শব্দ করে যেন মেঘের গর্জ্জন
সত্তরি যোজন অগ্নি পরশে গগন।
তপ্তকাঞ্চন যেন দক্ষিনাবৃত্ত শিক্ষা
মুর্ত্তিমান হইয়ে অগ্নি সাক্ষাতে দিল দেখা।
অগ্নি বলে নিত্য পূজা কর অকারনে
কত বর আমি তোরে দিব রাত্রি দিনে।
ইন্দ্রজিত বলে মোরে দেহ এই বর
রাম লক্ষ্মন মারিয়ে পাঠাই যমঘর।
অগ্নি বলে হেন বর চাহ অকারন
কেমতে মারিবে তুমি রাম নারায়ন।
আপনি বিষ্ণু জন্মিয়াছেন অবতার
সবংশে রাবন মারিয়ে করিবেন সংহার।
মানুষ নহেন রাম আপনি নারায়ন
অনক্ষন চাহি আমি তাহার চরন।

হেন রাম মারিতে বর কেবা পারে দিতে
আর যজ্ঞের বেলা মোরে না পারে দেখিতে।
বারে২ মারিস রাম জীয়ে বারে২
এত দেখি আইস তুমি যুঝিবার তরে।
অগ্নির কথা শুনিয়া বেটা পাইল ভরাস
রথে চড়িয়া ইন্দ্রজিত উঠিল আকাশ।
অগ্নি চলিয়া গেল আপনার দেশ
ইন্দ্রজিত রনে গিয়া করিল প্রবেশ।
রথ সঞ্চারিয়া যায় উপর গগন
পশ্চিম দ্বারে আছেন যথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
একবারে যুড়িল সাতাইশ লক্ষ শর
বিন্ধিয়া জর্জ্জর কৈল যতেক বানর।
ঝনঝনা পড়ে যেন বানের শব্দ শুনি
ইন্দ্রজিত বলিয়া বানর করে কানাকানি।
বানর কটক বলে শুন রঘুনাথ
আজি এড়াল নাই ইন্দ্রজিতের হাত।

ইন্দ্রজিতার বানে কাতর হইল বানরগন
হেনকালে রামের তরে বলেন লক্ষ্মন।
ব্রহ্ম অস্ত্র এড়িয়া রাক্ষস করহ সংহার
পৃথিবীতে নাই থাকে রাক্ষসসঞ্চার।
রাম বলেন কত বুদ্ধি চাওয়াল লক্ষ্মন
কোন অপরাধে সভার বধিব জীবন।
কোন দোষ করিল লঙ্কার যত স্ত্রী
একের অপরাধে সভারে নাহি মারি।
অমর হইল ব্রহ্ম অস্ত্র মারিব রাক্ষসগন
অন্যের থাকুক কায মরিবেন বিভীষন।
মেঘের ওপরে বিদ্যুৎ পড়িছে ঘনেঘন
ইন্দ্রজিতার মাতার পাগ দেখিল লক্ষ্মন।
লক্ষ্মন বলেন মেঘের আড়ে যুঝে ইন্দ্রজিত
মেঘের মনে বেটারে বিন্ধ অলক্ষিত।
রাম বলেন যুদ্ধ দেখিতে আইসেছে দেবগন
এমন যুক্তে কেন লইব দেবের জীবন।
দুই ভাইয়ের যুক্তি বেটা শুনিল আকাশে
লঙ্কার ভিতর যজ্ঞস্থানে সান্ধুয়া তরাসে।

লঙ্কার ভিতর বসিয়া যুক্তি করিল সার
বদ্যুৎজিহ্বা নিশাচরে পাড়িল হাকার ।
তোরে বলি বিদ্যুৎজিহ্বা মায়ার পুতুলি
মন্ত্রের তেজে গড়িয়া দেহ সীতাত সুন্দরী ।
জনকনন্দিনী সীতা যেমন রূপ ধরে
ঝাট মায়াসীতা গড়িয়া দেহ মোরে ।
মায়াসীতা কাটিব আজি রামের গোচর
সীতার শোকে মরিবেক রাম ধনুর্দ্ধর ।
সীতার শোকে হইবেক রামের মরন
রামের মরনে মরিবেন অনুজ লক্ষ্মন ।
সুগ্রীব রাজা পলাইবে গনিয়া প্রমাদ
বিনা যুদ্ধে রামের সনে ঘুচিবে বিবাদ ।
ইন্দ্রজিতার আজ্ঞা যদি বিদ্যুৎজিহ্বা পায়
মায়াসীতা গড়িতে এখন বিদ্যুৎজিহ্বা যায় ।
বসিল বিদ্যুৎজিহ্বা করিয়াত ধ্যান
গুরুর চরন বন্দি যোড়ে ব্রহ্মজ্ঞান ।
ধ্যানে বসিল বিদ্যুৎজিহ্বা ধ্যান নাই টুটে
ব্রহ্মজ্ঞানের তেজে এখন মায়াসীতা ওঠে ।

সাক্ষাৎ সীতা সেই কিছুই না নড়ে
সবেমাত্র এই চিহ্ন রা নাই কাড়ে।
মায়াসীতা গড়িলেক মায়ার আকার
মন্ত্র পড়িয়া করে জীবনসঞ্চার॥
মায়াসীতার তরে বেটা পড়ায় তখন
স্বামী তোমার শ্রীরাম দেবর লক্ষ্মণ।
দশরথ শ্বশুর তোমার জনক তোর বাপ
রাবন আনিলে সীতা পাইলা বড় তাপ॥
ইন্দ্রজিত রথে তোমায় তুলিবে যখন
রাম লক্ষ্মন বলিয়া তুমি করিহ ক্রন্দন।
মায়াসীতা লইলেক ইন্দ্রজিতের গোচর
মায়াসীতা দেখিয়া বীর হরিষ অন্তর।
হেলে মায়াসীতা তোলে রথের একভিত
পশ্চিম দ্বারে বাহিরে কুমার ইন্দ্রজিত।
হনুমান বীর যুঝে আগুয়ান গড়ে
সীতাকে দেখিয়া বীরের চক্ষের জল পড়ে।
রাম লক্ষ্মন বলিয়া সীতা হয় ওতরোলি
হাতে খাণ্ডায় ইন্দ্রজিত ধরে তার চুলি।

এক হাতে ফেলে বানর গাছ পাতর
আর হাতে চক্ষুর জল সম্বরে বানর ।
হনুমান সীতা চিনে রথের ওপর দেখে
ক্রন্দন সম্বলিতে নারে রক্ত ওঠে মুখে ।
ডাক দিয়া ইন্দ্রজিতায় হনুমান বলে
নরকে ডুবিতে বেটা স্ত্রী বধ করে ।
রক্ত মাংস গায় নাহি অস্থি চর্ম্মসার
হেন সীতা কাটিলে তোর নাহিক নিস্তার ।
স্ত্রী বধ মহাপাপ পরমপাতক
অনেক কাল ইন্দ্রজিতা ভুঞ্জিবা নরক ।
ইন্দ্রজিত বলে বেটা বনের বানর
কোথা হইতে জানিবি বেটা ধর্ম্মের ওত্তর ।
যে স্ত্রী কাটিলে পরে পুড়িয়া মরে বৈরি
শাস্ত্রমত দোষ নাই কাটিলে হেন নারী ।
আগে সীতা কাটিয়া কাটিব শ্রীরাম লক্ষ্মণ
সুগ্রীব রাজা মারিব আর খুড়া বিভীষণ ।

ইন্দ্রজিত মারিয়া হনুমান সীতা নিতে চাহে
জীয়ন্ত বাঘের কোলে ছাড়ান না যায়ে।
তের চমতে ব্রাহ্মণ যেমন পরে পৈতা
নলছিয়া চোটে বেটা কাটে মায়াসীতা।
দুইখানি হইয়া সীতা পড়ে ভূমিতলে
দেখিয়া বানরকটক টুটিয়া আইসে বলে।
হনুমান বলে বানরকটক রনে না দেহ ভঙ্গ
ভঙ্গ দিলে ইন্দ্রজিতার বাড়িবেক রঙ্গ।
সীতাকে কাটিয়া তখন ইন্দ্রজিতা নাচে
হনু বলে এ বেটা মরিলে সকল দুঃখ ঘুচে।
সকল বানরে লহ গাছ আর পাতর
এক চাপ হইয়া মার রাবনকোঙর।
ওপাড়িয়া ফেলে বানর কোটি২ গাছ
কোটি২ রাক্ষস মারিল বাছেরবাছ।
বানরের চাপ দেখিয়া ত্রাস ইন্দ্রজিত
লঙ্কার ভিতর যজ্ঞস্থানে সান্ধায় ত্বরিত।
হনুমান বলে এমন প্রমাদ হইল আজি
সীতা কাটা গেল আর কিসের লাগি যুঝি।

ভঙ্গ দিয়া পলায় বানর সহিতে নারে রণ
ইন্দ্রজিতা পলাইল যুঝিবে কোন জন।
রঘুনাথের ঠাঁই গিয়া করিব গোচর
সীতার বার্ত্তা পাইলে রাম কি দেন উত্তর।
হনুমানের যুক্তি কটকের মনে বাসে
নেঙটিয়া বানরকটক রামস্থানে আইসে।
বানর নেঙটিল ইন্দ্রজিতা পাইল মেলা
যজ্ঞ করিতে বৈসে বীর নাম নিকুম্ভিলা।
রামেরে কহিতে যায় সকল বানরগণ
জাম্বুবানের তরে রাম বলেন তখন।
যুদ্ধ করে হনুমান মহাশব্দ শুনি
সংগ্রামের ভাল মন্দ কিছুই না জানি।
আপন কটক লইয়া চলহ সত্বর
হনুমানের কটকের হও যে দোষর।
রামের আজ্ঞায় বীর চলিল তখন
হনুমান জাম্বুবানে পথে দরশন।
হনুমান বলে চলিয়াছ যুঝিবার মনে
সীতা দেবী কাটা গেল কি করিবে রণে।

নেওটিয়া দুই কটক আইল রায়ের স্থানে
কাঁদিতে২ বার্ত্তা কহে হনুমানে।
হনুমান বার্ত্তা কহে রঘুনাথের স্থান
ইন্দ্রজিত সীতা কাটিল আয়াবিদ্যমান।
শুনিয়াত রঘুনাথ হইল মূর্চ্ছিত
পানির কলস লইয়া ধায় চতুর্ভিত।
পদ্ম ওৎপল জল সুবাসিত গন্ধে
রায়ের মাতায় ঢালে জল অশেষ প্রবন্ধে।
শব্দ প্রবোধ নাহি রাম হইল অচেতন
ভাই কোলে করি তখন কাঁদেন লক্ষ্মণ।
আপনি বিষ্ণু তুমি ধর্ম্ম অধিষ্ঠান
ধর্ম্মনা পিয়া রাজ্য ত্যাগ বাকল পরিধান
মাতায় জটা ধরেন রাম ফল মূল ভক্ষন
রঘুনাথ দুঃখ পান ধর্ম্মের কারন।
রাজঠাকুরালে প্রভু থাকিতে সিংহাসনে
কোথা থাকিয়া তোমার সীতা দেখিত রাবনে।
আপনার দোষে ভাই হইলা দেশান্তরী
জন্মমত হারাইলা সীতা হেন নারী।

দেশান্তরী হইলা ভাই সকল হইয়া হারা
নদীর জল সুখায় যেন গ্রীষ্মের ধারা।
মা বাপ বন্ধু বান্ধব সকলি অলিক
গাছের তলায় ক্ষনেক যুড়ায় পথিক।
স্ত্রী পুত্র সকলি মিথ্যা কেহ কার নয়
পথিকে২ যেমন পথের পরিচয়।
সংসার অসার ভাই কপটের মেলা
সুতা সঞ্চারিয়া যেন নাচায় পুতুলা।
বড়২ উৎপাত যদি পড়েত প্রমাদ
মহাপুরুষ হইলে কিছু না করে বিসাদ।
স্ত্রীর শোকে গোসাঞি কেন হইয়াছে কাতর
মহাজন সম্বরে গোঁসাঞি শোকসাগর।
তোমার কিসের স্ত্রী গোঁসাঞি কিবা ভাই
তোমার দ্বিতীয় নাই জগতেরে গোসাঁঞি।
সর্ব্ব জীবের প্রান তুমি সকল তব ছায়া
তোমার কেহ ভিন্ন নাই সকল তব মায়া।
জীয়ে কি না জীয়ে সীতা করহ বিচার
স্ত্রীলাগিয়া অচেতন নহে ব্যবহার।

বশিষ্ঠ মহামুনি আমার কুলের পুরোহিত
স্বর্গবাস গেল তেঁহ শরীরসহিত।
স্বর্গবাস গিয়া তার স্ত্রী পুত্রের শোক
স্বর্গ ভ্রষ্ট হইল তেঁহ আইল মর্ত্যলোক।
কত তপ করিয়া হইল ইন্দ্র দেবরাজ
শোকে কাতর হইলে কিছু নহে কায।
রাম বলেন কি আর মোরে বুঝাহ লক্ষ্মণ
স্ত্রীশোক নহে ভাই কখন বিস্মরণ।
স্ত্রী পুরুষে দোঁহে ধরিয়াছে সংসার
স্ত্রী হইতে সন্ততি হয় বাড়ে পরিবার।
ইষ্ট কুটুম্ব মা বাপ ঘরের যত লোক
সভা হৈতে লক্ষ্মণ ভাই স্ত্রীর বড় শোক।
ঘরে২ স্ত্রী ভাই আছেত অশেষ
গুনবতী স্ত্রী মরিলে মরনবিশেষ।
স্ত্রী মরিলে পুরুষ সুখী কোথাও না শুনি
স্ত্রীর শোক এড়ায় যে পরমজ্ঞানী।
রাজ্য হারাইলাম বাপ হারাইলাম স্ত্রী
রাজ্য বাপ পাসরিলাম স্ত্রী পাসরিতে নারি।

সীতা না দেখিলে আমি না পারি রহিতে
সীতার মরন কেমনে ক্ষমা দিব চিতে।
কাঁদিতে২ রাম হইল অচেতন
রামের ক্রন্দন শুনিয়া আইল বিভীষন।
বিভীষন বলে গোঁসাঞি এ কোন প্রমাদ
কেন রাম ভূমে পড়ি করয়ে বিসাদ।
লক্ষ্মন বলেন বিভীষন শুন সাবধান
ইন্দ্রজিত কাটিল সীতা কহিল হনুমান।
সীতার শোক ভাবেন রাম হইয়া অচেতন
এতেক প্রমাদ তুমি না জান কারন।
লক্ষ্মনের বচন বিভীষন ক্রোধে জ্বলে
লক্ষ্মন এড়িয়া বিভীষন রামেরে নেহালে।
হনুমানের কথা গোঁসাঞি তবে আমি শুনি
অগাধ সাগরে যদি নাহি থাকে পানি।
অশেষ প্রকারে বিভীষন বুঝাইল বিস্তর
কভু সীতা না এড়িল রাজা লঙ্কেশ্বর।
প্রানের অধিক বাসে সীতাত সুন্দরী
ইন্দ্রজিত সীতা কাটিবে মনে নাহি করি।

বানরজাতি হনুমান পশুর ভিতর গনি
আপনার মুখেতে বৃত্তান্ত সে জানি।
অশোকবনে রাবন রাজা সীতা দেবী রাখে
নপুংসক রাখে অন্য পুরুষ না দেখে।
আমার বচনে তুমি না হও অসুখী
আমি জানি সর্ব্ব কুশলে আছেন জানকী।
তোমা দুই ভাই দেখে বিক্রমে বিশাল
তোমা দোঁহা ভাণ্ডিতে পাতেছে মায়াজাল।
মায়াসীতা কাটিয়া বেটা তোমা দোঁহা ভাণ্ডে
ইন্দ্রজিতা যজ্ঞ এখন করে যজ্ঞকুণ্ডে।
অগ্নির বর পাইয়া বেটা জিনে বারে২
যজ্ঞ ভঙ্গ যেই করে সেই তারে মারে।
মায়াসীতা কাটি তোমায় করিল মূর্চ্ছিত
ইন্দ্রজিত মারিতে লক্ষ্মন পাঠাও ত্বরিত।
বাঁচিয়া কটক দেহ রনেতে পুরান
ইন্দ্রজিত মারিলে যুদ্ধ হয় অবসান।
রাম বলেন বিভীষন রাক্ষস অধিপতি
কোন বোলে বলিলা মিত্তা নাই অব্যাহতি।

সীতার শোকে মিতা আমি হইয়াছি মূর্চ্ছিত
শুনিতে না পাই আমি নাহিক সম্বিত।
আরবার কহ তুমি করি অবধান
তোমা বই বিভীষন মৈত্র নাহি আন।
রামের আজ্ঞা পাইয়া পুনঃ কহে বিভীষন
সীতা যদি পাবে তুমি মারহ রাবন।
ইন্দ্রজিত মারিতে লক্ষ্মন পাঠাও ত্বরিত
যজ্ঞ ভঙ্গ করিলে মরিবে ইন্দ্রজিত।
সকল রাক্ষস মরিল ঐ বেটামাত্র আছে
ইন্দ্রজিত মারিলে রাবন মারিহ পাছে।
আজি গিয়া ইন্দ্রজিতায় মারুন লক্ষ্মন
কালিকার যুদ্ধে তুমি মারিহ রাবন।
এক জনে দুই বীর লাগে বড় ভার
দুই জনে দুই বীর মারহ এ যুক্তি আমার।
লক্ষ্মন পাঠাইতে কিছু না করিহ মনে
ভিতর পথে লক্ষ্মন লইয়া যাব যজ্ঞস্থানে।

বিভীষনের বচন রাম না করিল আন
লক্ষনের সঙ্গে দিল মন্ত্রী জাম্বুবান।
বুদ্ধের সাগর মন্ত্রী মন্ত্রনা গভীর
তাহার দোষর দিল হনুমান বীর।
বানরঘড় চাপিয়া যায় রাক্ষস বিভীষন
গয় গবাক্ষ যায় আর গন্ধমাদন।
সরভ কুমুদ চলে বানরসংহতি
নল নীল চলিল প্রধান সেনাপতি।
আওয়াসে লক্ষন পাঠায় শায়্য চিত্তে
লক্ষন লইয়া সমর্পিল বিভীষনের হাতে।
যাত্রা করিয়া রঘুনাথ দিলেন শুভক্ষন
রাম প্রদক্ষিন করিয়া চলিল লক্ষন।
চলিল লক্ষন বীর দুর্জ্জয় প্রতাপ
পৃথিবী চাপিয়া যেন চলে মেঘচাপ।
আগে মুচু চাপিয়া চলিল হনুমান
গড়ের কপাট ভাঙ্গিয়া করিল খান২।
হনুমানের শব্দ শুনিয়া রাক্ষসের ত্রাস
গড়ের কপাট ভাঙ্গিয়া করিল নির্ব্বাস।

গড়ের দ্বার রাখে রাক্ষস ধনুকে দিয়া চড়া
প্রাচির দায় হনুমান কপাট কৈল গুঁড়া।
হাতে অস্ত্র সেনাগন গড়ের দ্বার রাখে
ঘরপোড়া বলিয়া রাক্ষস পলায় লাক্ষে২।
হাতে গাছে রাক্ষস মারে দর্শ বিশ কুড়ি
ঘরপোড়া বলিয়া রাক্ষস যায় রড়ারড়ি।
ঘরপোড়া দেখিয়া রাক্ষসভঙ্গ পড়ে
আপন ইচ্ছায় রাক্ষস পলায় লঙ্কার গড়ে।
ঘরে২ রাক্ষস পলায় চারিভিত
যজ্ঞ করে ইন্দ্রজিত রাক্ষসবেষ্টিত।
লক্ষ্মনের ঠাট গিয়া যজ্ঞশালা বেড়ে
ইন্দ্রজিত দেখিতে না পায় পাটোয়াড়ে।
বিভীষন বলে ভাঙ্গ পাটোয়াড় যত
পাটোয়াড় ভাঙ্গিলে ভাইপো হইবে বিদিত।
বান অবতার করেন ঠাকুর লক্ষ্মন
গাছ ফেলিয়া বানরগন চাইল গগন।
রাক্ষস সকল যুদ্ধ করে ধনুকে দিয়া চড়া
বড়২ বানরের মাতা করি ফেলে গুঁড়া।

গাছ পাতর লইয়া বানর সব যুঝে
কোটিং রাক্ষস মারে সংগ্রামের মাঝে।
বাঘের ঝাঁপ যেন বাঘের তরঙ্গ
মরনের ডর নাহি রনে না দেয় ভঙ্গ।
চড় চাপড় মুকুটি বানরের মাত্র ভাড়া
মুকুটির ঘায়ে রাক্ষসের মাতা করে গুঁড়া।
দুই কটকে যুদ্ধ হইল রক্তে হইল রাঙ্গা
রক্তে নদী বহে যেন ভাদু মাসের গঙ্গা।
হাতী ঘোড়া ঠাট কটক রক্তের ওপর ভাসে
হরিষ পিশাচগন মনেং হাসে।
বিন্দুকি রক্তের বান্ধিয়া ওঠে ফেনা
সুকিনী গৃধিনী ভখি করিছে পারনা।
রক্তের ওঠিল ঢেও রক্তের কলকলি
যুদ্ধের সীমা নাই ওপমা দিতে নারি।
কোন যুগেতে এমন যুদ্ধ নাই হয়
কোটি কল্পান্তরে যেন হইল প্রলয়।
মগুং হইল রাক্ষস তিতিল রক্তে
রন এড়িয়া রাক্ষস পলায় চারিভিতে।

চৰ্ম্ম দিয়া রাক্ষস পলায় চারিভিতা
তবু যজ্ঞ করিছে কুমার ইন্দ্রজিত।
ইন্দ্রজিত যজ্ঞ করে হনুর ক্রোধ বাড়ে
লাফ দিয়া হনুমান যজ্ঞকুণ্ডে পড়ে।
সম্মুখে দাঁড়ায় বীর পরমসন্ধানী
গাছের বাড়ি মারিয়ে যজ্ঞের নিভায় অগিনি।
হনুমানের বল যেন সিংহের প্রতাপ
যজ্ঞকুণ্ড ভরিয়ে বীর করিল প্রস্রাব।
যজ্ঞের সজ্জা ছড়াইয়া ফেলে চারিভিতে
যজ্ঞ এড়িয়া যুঝিতে ওঠিল ইন্দ্রজিতে।
সূর্য্যের কিরন যেন অম্বুমোচন
হনুমানের ওপর করে বান বরিষন।
যাঠি বাকড়া শেল মুষল ফেলে চাপে
সকল অস্ত্র হনুমান লাফ দিয়ে লোফে।
হনুমান বলে বেটা তোর রন চুরি
দেখাদেখি রন কর পাঠাইব যমপুরী।

অস্ত্র ধরিতে না জানি হই বানরজাতি
তেকারনে এতক্ষন তোর অব্যাহতি।
মল্লযুদ্ধ করিব বেটা ফেলাও ধনুক বান
এক চাপড়ে তোর লইব পরান।
বিভীষন ধাইয়ে কহে লক্ষ্মনের কানে
ঐ দেখ হনু বেন্ধা যায় ইন্দ্রজিতার বানে।
ঐ দেখ মেঘের বন বট গাছের তলা
ওহায় যজ্ঞ করে বেটা নাম নিকুম্ভিলা।
নিকুম্ভিলায় যজ্ঞ করে পায় ব্রহ্মার বর
সন্ধান পুরিয়া লক্ষ্মন করিছে জর্জ্জর।
বারে২ জিনিস বেটা পাইয়া ব্রহ্মার বর
দেখা রনে তোমাকে পাঠাইব যমঘর।
লক্ষ্মন যত বলে ইন্দ্রজিতা নাহি শুনে
লক্ষ্মন এড়ি ইন্দ্রজিত ডৎসে হনুমানে।
হনুমানে ডৎসে বেটা আপনার মনে
হনুমান এড়ি বেটা ডৎসে বিভীষনে।
রাজকুলে জন্মিলি খুড়া জন্ম রাক্ষসকুলে
ধার্ম্মিক খুড়া তোরে সর্ব্ব লোকে বলে।

বাপের ভাই খুড়া তুমি রাজ্যের দোসর
বাপের গোচরে সেবা করিনু বিস্তর।
রাজদ্রোহ করিয়া তুমি সাম্ভাইলা মানুষে
ভাই ভাইপো খুড়া না থুইলা বংশে।
এত ভাইপো মারিয়া তোমার ক্ষমা নাহি মনে
ঘরসন্ধানী বার্ত্তা কহিলে আমার মরণে।
দুই কুল খাইয়া খুড়া হইলা নিষ্ঠুর
তোমাদরশনে পাপ হয়েত প্রচুর।
নির্গুণ সগুণ হয় তথাচ তোর জ্ঞাতি
শত পীরিতে থাকি খুড়া জ্ঞাতির সংহতি।
এত ভাইপো মারিলে না থুইলা একগুটি
আমারে দেখিয়া তোমার পায় চটফটি।
খানিক কটক আওয়াসের বাহির কর
যজ্ঞপূর্ণ দিয়া আমি মাগিয়া লই বর।
এত বলিয়া গর্জ্জে ওঠে ইন্দ্রজিত মহাবলী
আগে তোরে মারিয়া ঘুচাব লঙ্কার শূলি।
বিভীষন বলে বেটা বলিস বিপরিত
ভালমতে জানে লোক আমার চরিত।

ব্রাহ্মণকুলে আমার জন্ম বীর্য্য অবতার
পরদ্রব্য নাহি হরি না করি পরদার।
তিরাশি কোটি দেবকন্যা তোর বাপের ঘরে
এত স্ত্রী থাকিতে তবু পরদার করে।
পরদার মহাপাপ পরমপাতক
অনেক কাল তোর বাপ ভুঞ্জিবে নরক।
সতী স্ত্রী হরিয়া আনে তপের তপস্বিনী
শাপ গালি পাড়ে তবু না ছাড়ে ব্রাহ্মণী।
স্ত্রীলাগিয়া পুরুষ মরে বিনা অপরাধে
ব্রাহ্মণী হরিয়া আনে শাস্ত্রের মাঝে।
কত মুনি মারিয়া করিল কত পাপ
অন্ত নাহি যত পাপ করিল তোর বাপ।
ত্রিভুবন জিনি তোর বাপের বিসম্বাদ
কত কাল থাকিবে ভাল পড়িল প্রমাদ।
সর্ব্ব কাল না ফলে গাছ সময় হইলে ফলে
তোর বাপের ব্রহ্মশাপ ফলিল এত কালে।
মরণ নিকট বেটা শুন ইন্দ্রজিত
হিত যত বলিলাম হইল বিপরিত।

অগ্নির বর পাইয়া জিনিস বারেবারে
অগ্নিবর পাইয়া জিনিবি আর মনে নাই ধীরে।
যজ্ঞ করিতে নাই পাবি মরনের বেলা
এখনি লক্ষ্মন ঠাকুর তোর কাটিবেন গলা।
খুড়া ভাইপো দুই জনে হইল গালাগালি
দুই জনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী।
দুই কটকের মধ্যে দোঁহে পুরিল সন্ধান
দুই জনে বান কাটে দুই জনার বান।
কোপে ইন্দ্রজিত যুড়িল লক্ষ বান।
বিভীষন পলাইল লক্ষ্মনের স্থান।
কাটিল সকল বান সুমিত্রানন্দন
লক্ষ্মনের পাকে রহিল বিভীষনের জীবন।
কষিয়া লইল বান রাবননন্দন
বানে বিন্ধিয়া লক্ষ্মনেরে করে অচেতন।
গায়ের সানা কাটা গেল মাতার টোপর
সর্ব্বাঙ্গ বিন্ধিয়া বীর করিছে জর্জ্জর।
কোমল শরীর লক্ষ্মনের ত্রাসে বিভীষন
বানরকটক লইয়া বীর প্রবেশিল রন।

বিভীষন বলে বানর সাহসে কর ভর
এক চাপ হইয়া মার রাবনকোঙর।
খুড়া হইয়া আমি ভাইপোয়ের মরন চাই
এত অপযশ কর্ম্ম রামের লাগিয়া সহি।
ইন্দ্রজিত মারিলে আজি রাবন রাজা জিনি
সাগর ভরিলে কি করিবে গোখুরের পানি।
বিভীষনের বচনে বানর সাহসে করে ভর
ঠেলাঠেলি করিয়া ধায় সংগ্রামভিতর।
সভার আগেতে যুঝে বীর হনুমান
তিরাশি কোটি রাক্ষসের লইল পরান।
বুড়াকালে জাম্বুবান বলে মহাবল
বড়২ সেনাপতি মারিল সকল।
বুড়ার চাপড়ে কার নাহিক নিস্তার
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক পড়িছে অপার।
বুড়ার যুদ্ধ দেখিয়া লক্ষ্মনে লাগে রঙ্গ
দুই পুহর যুঝে বুড়া রনে না দেয় ভঙ্গ।
তার পিছে বিভীষন ধনুক ধরিয়া যুঝে
কোটি২ রাক্ষস মারে সংগ্রামের মাঝে।

কুষিল ইন্দ্রজিত দেখিয়া বিভীষন
বিভীষনের ওপরে করে বান বরিষন।
বিভীষন দেখিয়া বেটা যোড়ে অগ্নি বান
বরুন বানে বিভীষন করিল নির্ব্বান।
ময়দানব যেই বান দিলেক কৌতুকে
হেন বান ইন্দ্রজিত যুড়িল ধনুকে।
মাতামহ বান দিলেক যুড়িলেক নাতি
নিশাভাগে রাত্রে যেন চন্দ্র করে জ্যোতি।
এক বান যুড়িলে সহস্র মুর্ত্তি ধরে
জাঠি ঝকড়া শেল মুদ্গর ওপরে।
বান দেখি ত্রাস বড় পাইল বিভীষন
ডাক দিয়া বলে প্রান রাখ ঠাকুর লক্ষ্মন।
গন্ধর্ব্ব অস্ত্র লক্ষ্মন করেন অবতার
ইন্দ্রজিতার বান কাটি করিল সংহার।
বানের ওপর বান মারেন ঠাকুর লক্ষ্মন
লক্ষ্মনের বান গিয়া ঠেকিল গগান।
লক্ষলক্ষ বান লক্ষ্মন ফেলিছে বিস্তর
ডাক দিয়া ইন্দ্রজিতা বলিছে অতঃপর।

জোওয়ান বয়স লক্ষ্মন ধনুকে বড় শিক্ষা
কত বান এড় লক্ষ্মন নাহি পাই সঙ্খ্যা।
লক্ষ্মন বলে ইন্দ্রজিতা শুন সাবধানে
অক্ষয় তুন দান পাইয়াছি মুনির তপোবনে।
সরভঙ্গ মুনি দিল অক্ষয় তুন দান
আঠার বৎসর যুঝি যদি না ফুরায় বান।
অক্ষয় বান ভরিয়াছি তুনের ভিতর
ওর নাহি এড়ি যদি তিন শত বৎসর।
লক্ষ্মনের বানে ত্রাস পাইল মনেং
যনে করে পরিত্রান নাহি আজি রনে।
ইন্দ্রজিত বান মারে বীরত লক্ষ্মনে
লক্ষ্মন চিন্তিত হইয়া ভাবে মনেং।
আপনার কুশল চিন্তেন দুই জনে
দুই জনার বান গিয়া ঢাকিল গগনে।
সন্ধান পুরিয়া লক্ষ্মন এড়েন বান
ইন্দ্রজিতার কাটিয়া পাড়ে ধনুক বান।
আর বান এড়েন লক্ষ্মন সংগ্রামে প্রচণ্ড
কুণ্ডলসহিত কাটে সারথির মুণ্ড।

আর বাঁন লক্ষ্মন যুড়িল সত্বর
ইন্দ্রজিতার কাটি পাড়ে মানা টোপর ।
মানা টোপর কাটা গেল ইন্দ্রজিত চিন্তে
চারি বানর রথে তার চড়ে আচম্বিতে।
চারি বানর রথে চড়ে বিপক্ষদলন
লাফ দিয়া ঘোড়ার ওপর চড়ে চারি জন ।
চারি ঘোড়া মরিল চারি বীরের চাপনে
দেখিয়া ইন্দ্রজিতার ভয় হইল মনে ।
সারথি ঘোড়া পড়িল রথ চাকভাঁঙরি বলে
অন্তরীক্ষ হইতে রথ পড়ে ভূমিতলে।
ভূমে থাকিয়া যুঝেন লক্ষ্মনের অভ্যাস
বিনা রথে ইন্দ্রজিত যুঝে না পায় আস ।
রথ সাজিতে বেটা গেল ততক্ষন
আছুক অন্যের কায না জানে বিভীষন ।
কনকরচিত রথ বিচিত্র নির্ম্মান
পবনবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান ।

সোনার সানা পরিলেক সোনার টোপর
হাতে ধনুকে বাহির হইল রাবনকোঙর।
লক্ষ্মন বলে ইন্দ্রজিতা মায়ার নিধান
এখন দেখি আন মুর্ত্তি এখন দেখি আন।
সানা টোপর কাটিলে সানা টোপর পরে
ধনুক বান কাটিলে ধনুক বান ধরে।
ইন্দ্রজিতার মায়া দেখিয়া শ্রাম লক্ষ্মন
লক্ষ্মনের কাছে ধাইয়া আইল বিভীষন।
বিভীষন বলে লক্ষ্মন না হও চিন্তিত
যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়াছ মরিবে ইন্দ্রজিত।
পরলেপরলে ঠাট বেড় চারিভিত
পুনঃ যেন লঙ্কায় না যায় ইন্দ্রজিত।
অন্তরীক্ষে ওঠে বেটা পাইয়া ভরাস
পবনভরে হনুমান ওঠিল আকাশ।
অগ্নির বেটা নীল বীর নানা মায়া ধরে
নেঙল হইয়া রহে পাতালভিতরে।
লঙ্কার সন্ধান যত বিভীষন জানে
খড়কি দ্বার চাপিয়া রহিল বিভীষনে।

বিভীষণের মায়া না জানে ইন্দ্রজিত
মারে ইন্দ্রজিত সেনা বেড়ে চারিভিত।
আসিয়াত ইন্দ্রজিত পূরিল সন্ধান
একবারে যুড়িল সাতাইশ লক্ষ বান।
বানে অন্ধকার করিল লঙ্কাপুরী
বান কাটিতে লক্ষ্মন ধনুকে বান যুড়ি।
গন্ধর্ব অস্ত্র লক্ষ্মন করিল অবতার
ইন্দ্রজিতার সকল বান করিল সংহার।
ইন্দ্রজিত বান মারে যত জানে শিক্ষা
লক্ষ্মনের ঠাঁই তার বান না পায় রক্ষা।
দেখো রনে ইন্দ্রজিত যুঝে না পায় আস
রথ লইয়া ইন্দ্রজিত উঠিল আকাশ।
হেনকালে অন্তরীক্ষে দেখে হনুমান
ত্রাস পাইয়া সারথি চালায় রথখান।
লাফ দিয়া হনুমান তার রথে চড়ে
রথখান গুঁড়া করে বজ্র চাপড়ে।
রথের ধ্বজা ভাঙ্গিয়া ফেলায় চারিভিতে
মেঘের সনে সাপটিয়া ধরে ইন্দ্রজিতে।

অন্তরীক্ষে দুই জনে বাজে হুড়াহুড়ি
ভূমে পড়ি দুই জনে যায় গড়াগড়ি।
হেটে ইন্দ্রজিত রহে হনুমান উপরে
বুকে হাঁটু দিয়া তার গলা চাপি ধরে।
ঝাট আইস বানর সব ডাকে হনুমান
সভে মেলি বধি আইস ইন্দ্রজিতার প্রাণ।
হনুমানের বাক্যে বানর ধায় রড়ারড়ি
সব বানর ইন্দ্রজিতার কান্ধে মুণ্ডে চড়ি।
দুর্জ্জয় ইন্দ্রজিত সে বলে মহাবলী
সাত লক্ষ বানর ফেলি ওঠে ঠেলাঠেলি।
সন্ধান পূরিয়া বেটা বানরকটক হানে
ভাঙ্গিল বানরকটক মুখ না পাতে রনে।
বানর বিমুখ দেখিয়া লঙ্কা যাইতে চাহে
আগু বাড়াইয়া বিভীষন দ্বারে রহায়ে।
বিভীষন বলে ভাইপো চলি যাও কোথা
এখনি লক্ষ্মন ঠাকুর কাটিবেন মাথা।
ঝাট আগু হও লক্ষ্মন ডাকে বিভীষন
রাখিয়াছি ভাইপো আমি বধহ জীবন।

বিভীষনের বাক্যে লক্ষ্মন হইল আগুয়ান
ইন্দ্রজিতার সম্মুখে গিয়া পুরিল সন্ধান।
দুই জনে বান ফেলে দোঁহে ধনুর্দ্ধর
দোঁহে দোঁহা বিন্ধিয়া করিল জর্জ্জর।
দুই জনে বান ফেলে নাই লেখাজোখা
দুই জনে বান ফেলে যার যত শিক্ষা।
গজাঙ্কুশ বান যারে চারিদিগে কাঁটা
সিংহ শার্দ্দুল বান যাইতে বাজে ঘণ্টা।
নানা বান দুই জনে করে অবতার
দশদিগ জল স্থল হইল অন্ধকার।
কেহ কারে জিনিতে নারে দুই জন প্রবীন
দুই জনে বানবৃষ্টি গেল ছয় দিন।
নানা অস্ত্র বান শিক্ষা লক্ষ্মন যত জানে
চৌরাশি বান যুড়িল লক্ষ্মনের গুনে।
লক্ষ্মনের বান গিয়া ছাইল আকাশ
ফুরাইল লক্ষ্মনের বান তূন অবকাশ।

সকল বান ফুরাইল বৃহ্ম অস্ত্র আছে
হেন কালে ইন্দ্র গেল পবনের কাছে।
লক্ষ্মন পড়েন পাছে ইন্দ্রের হইল ভয়
ইন্দ্রের বাক্য লক্ষ্মনের কানে পবন কয়।
পবন বলে লক্ষ্মন বৃহ্ম অস্ত্রে দেহ মন
বিনা বৃহ্ম অস্ত্রে ওহার নাহিক মরন।
কানে কথা কহিয়া পবন দেব নড়ে
বৃহ্মমন্ত্র পড়িয়া লক্ষ্মন বৃহ্ম অস্ত্র যোড়ে।
তন্ত্রে মন্ত্রে করেন লক্ষ্মন বানের প্রকাশ
চন্দ্র সূর্য্য কাঁপে যারে ভুমি আকাশ।
বৃহ্মমন্ত্র পড়িয়া লক্ষ্মন এড়িয়া দিল বান
বান দেখি ইন্দ্রজিতার ওড়িল পরান।
আঠা ঝকড়া মারে বান কাটিবারে
লোহার পাহড়া মারে বান ফিরাইতে নারে।
বৃহ্ম অস্ত্র ত্রিভুবনে নাই বীরে টান
মাথা কাটিয়া ইন্দ্রজিতার করিল দুইখান।
ইন্দ্রজিত পড়িল রাক্ষস পলায় ডরে
ধাইয়া বানরকটক রাক্ষসেরে মারে।

ত্রাস পাইয়া রাক্ষসগন গনিল প্রমাদ
রন জিনিয়া বানরকটক ছাড়ে সিংহনাদ।
ইন্দ্রজিতার মাতার ওপর বানরগন চড়ি
কান্দে মাতায় বানরগন মারিছে গোরাড়ি।
নাথির ঘায় ইন্দ্রজিতার মাতা করে গুঁড়া
জীয়ন্ত দেখিয়া পলায় মরার ওপর খাঁড়া।

হাতে ধনুক বান   ইন্দ্র মারে কম্পমান
যার বানে পৃথিবী সে ফাটে
ত্রিভুবনে যত বীর   ডরে কেহ নহে স্থির
দেবগন না যায় নিকটে।
হেন বীর পড়িল রনে   জয়জয় দেবগনে
গন্ধর্ব্বের গীত নাচন
মুনি করে জয়ধ্বনি   আর কিছু নাই শুনি
চতুর্দ্দিগে পুষ্প বরিষন।
ইন্দ্রজিতার মরন   দেখি যত দেবগন
সুরপুরী হইল আনন্দিত

লক্ষ্মনে করেন স্তুতি তুমি কৈলা অব্যাহতি
ত্রিভুবনের ঘুচাইলে ভীত।
আজি বড় হইল সুখ ঘুচিল মনের দুঃখ
নিশ্চিন্ত করিলে কুতুহলে
যত ইন্দুবিদ্যাধরী হাতে দূর্ব্বা শঙ্খ করি
সুরপুরী করিল মঙ্গলে।
সকল অমরাবতী জ্বালিয়া ঘৃতের বাতি
পূজা করেন যে সুরপতি
বলে দেব বৃহস্পতি আজি পাইলাম অব্যাহতি
নাচে দেব বেড়ি প্রজাপতি।
ত্রিভুবনে যারে ভয় নাহি যার পরাজয়
নানা শিক্ষা যাহার ধনুকে
রথখানার গমন বিপক্ষ হয় দলন
ডরে কেহ না যায় সম্মুখে।
জানে বিদ্যা লুকি রণ তেঁই জিনে ত্রিভুবন
নিকুম্ভিলা যজ্ঞের কারণ
যুঝে বীর অন্তরীক্ষে কেহ তারে নাহি দেখে
হেন বীর মারিল লক্ষ্মণ।

রথে করি আরোহন আইল যত দেবগন
লক্ষ্মনেরে করে যোড়হাত
যার রাজা লঙ্কেশ্বর ত্রিভুবনের ঘুচাও ডর
ওদ্ধার করহ রঘুনাথ।
রাবন রাজা কর ক্ষয় হওক তোমার জয়
দেবগনের ঘুচাও তরাস
ত্রিভুবনের মহাবৈরী লক্ষ্মন তাহারেমারি
নাচাড়ি রচিল কীর্ত্তিবাস।

ইন্দ্রজিতার বানে লক্ষ্মন হইল জর্জ্জর
হনুমান বিভীষনের কান্ধে করি ভর।
দুই হাত তুলি দিল দুই জনের কান্ধে
কটক লইয়া বাহির হইল লঙ্কার বিহন্দে।
লঙ্কার ভিতর লক্ষ্মন পাঠাইয়া শ্রীরাম চিন্তিত
মায়াযুদ্ধে ভাইয়েরে পাছে মারে ইন্দ্রজিত।
মায়ার বীর ইন্দ্রজিত মায়ার নিধান
লঙ্কার ভিতর দেয় দিল করেছেন পয়ান।

এত ভাবি পথপানে চাহেন যনেদ্দন
হেনকালে রামের কাছে গেলেন লক্ষ্মন।
রক্তে রাঙ্গা দেখেন রাম লক্ষ্মনে চাহিতে
ইন্দ্রজিত মরিয়াছে না লয় মোর চিত্তে।
বিভীষন বলে গোঁসাঞি বার্ত্তা শুন সার
ইন্দ্রজিত মারিয়া লক্ষ্মন সত্যে হইল পার।

জিনি রিপু প্রচণ্ড   বাম করে কোদণ্ড
লক্ষ্মন গেল রামের গোচর
ধনুকে মণ্ডিত গণ্ড   বাজে নানা বাদ্যভাণ্ড
ডাহিন হাতে আছে এক শর।
রিপু জয় করি রঙ্গে   সংগ্রামের বেশ সঙ্গে
আইল সকল মাহাবীর
অতি সুন্দর শরীর   গায়ে বহে রুধির
রনশ্রমে হইল অস্থির।
শুনি জয় সংগ্রাম   কৌতুকে নাচেন রাম
লক্ষ্মন মারিল ইন্দ্রজিতা

সাগর তরিলু হেলে কি আর গোষ্পুর জলে
রাবন বধিলে পাব সীতা।
যত সেনাপতি সঙ্গে সুগ্রীব নাচেন রঙ্গে
সঙ্গেতে সকল অধিকারী
যে গুন সকল জানে ইন্দ্র বিন্ধে এক বানে
সাগর তরিলাম পাইয়া তরি।
লক্ষ্মন করিল পুনায় যত করিল সংগ্রাম
শুনিয়া কৌতুকী হইল রাম
বৈরিকুল করি নাশ আইলাম তোমার পাশ
বিভীষন কহে গুনগ্রাম।
শুনিয়া লক্ষ্মনের বোল শ্রীরাম দিলেন কোল
ললাট চুম্বিয়া মুখ চাই
লইয়া মাতার দ্রান চুম্বিল ধনুক বান
তোমা বই নাহি আর ভাই।
লক্ষ্মন করেন স্তুতি তুমি ত্রিদশের পতি
ক্ষিতিতলে নাথ ভূপতি
তব যারে আশীর্ব্বাদ জিনে কোটি মেঘনাদ
নহে সাধ্য কাহার শকতি।

পশুপতি যার পতি শচীপতি আদি স্তুতি
রনে হইতে যগুাবে তরাস
লক্ষ্মন করিল স্তুতি আনন্দিত রঘুপতি
নাচাড়ি রচিল কীর্ত্তিবাস।

রাম বলেন সুষেন তুমি বেজের প্রধান
সর্ব্বাঙ্গে লক্ষ্মন ভাইয়ের ফুটিয়াছে বান।
ঝাটি ওষধি দিয়া তুমি রাখহ পরান
বিলম্বেতে দুঃখ পায় ভাই তোমাবিদ্যমান।
এতেক বলিল যদি কমললোচন
লক্ষ্মনের গায়ে ওষধি দিল ততক্ষন।
সর্ব্বাঙ্গে লক্ষ্মনের দিলেন ওষধি
গায়ে হইতে বানের কোনা খশে গাদি২।
ওষধের গন্ধ গিয়া শরীরে প্রবেশে
তিন লক্ষ বানের কোনা গায়ে হইতে খশে।
চৈতন্য পাইয়া তখন ওঠেন লক্ষ্মন
রামজয় বলিয়া ডাকে সকল বানরগন।

বহান বেলা হইল ইন্দ্রজিতার মরন
তিন পুহর হইল বার্ত্তা না পায় রাবন।
সে সেনাপতি রাজ্যে সভে ঘোষে ঘর্ম
ইন্দ্রজিতার বার্ত্তা কহিতে করে তরাস।
তগ্পাইক ধায় আওদড় চুলি
জয়যুক্ত হইয়া গিয়া রাবনেরে বলি।
যজ্ঞ করিতে না দিল চণ্ডাল বিভীষনে
মন্ত্রনা করিয়া বৈরি আনিল যজ্ঞস্থানে।
দেখিনু শুনিনু কথা কহিতে ভয় করি
ইন্দ্রজিত পড়িল মজিল লঙ্কাপুরী।
শুনিয়া রাবন রাজা হইল অচেতন
চৈতন্য পাইয়া রাজা করিছে ক্রন্দন।
লঙ্কার যুবরাজ পুত্র লঙ্কার অধিকারী
রাবন হেন বাপ তোমার মা মন্দোদরী।
তোমার বানে ত্রিভুবনে নাই বীরে টান
মানুষ বেটার বানে পুত্র হারাইলা পরান।

কুম্ভকর্নের শোক মোর সান্ধাইল বুকে
আজি মরিবে রাবন রাজা হেন পুত্রশোকে।
বংশনাশ করিল মোর বিভীষন ভাই
ঘরসন্ধান বার্ত্তা কহে বিপক্ষের ঠাঁই।
সুন্য করিল রাবন রাজায় পাত্র মিত্র বৈরি
ইন্দ্রজিত মরিল বার্ত্তা শুনিল মন্দোদরী।
শুনিয়াত মন্দোদরী হইল মুর্চ্ছিত
পানির কলসি লইয়া ধায় চারিভিত।
তুলা দিয়া কেহ২ শ্বাস চাহে নাকে
দশ হাজার সতিনী কনে পরিত্রাহি ডাকে।
মূর্চ্ছা ত্যজিয়া কান্দে রানী মন্দোদরী
দশ হাজার সতিনী পুবোধ দিতে নারি।
চৈতন্য পাইয়া কহে কোথা ইন্দ্রজিত
দশ হাজার সতিনী তারে বেড়ে চারিভিত।

অনেক ওপহারে পূজিলাম মহেশ্বরে
তোম পুত্র পাইনু তেকারনে

জন্মিয়া যাঁর সিংহনাদ   ত্রিভুবনে বিসম্বাদ
হেন পুত্র মারিল লক্ষ্মণে।
কি মোর বসতি বাস জীবনে কি মোর আশ
কি করিবে ছত্র নবদণ্ড
কি আর পুষ্পক রথ   বীরভাগ আছে যত
তোমা বিনে সব লণ্ডভণ্ড।
ভূমিতলে লোটাইয়া   পুত্রশোকে বিনাইয়া
ক্রন্দন করিছে মন্দোদরী
হাহা পুত্র মেঘনাদ   কার এত পরমাদ
আজি সে মজিল লঙ্কাপুরী।
শচীর সহিত ইন্দ্র   সুখে আজি যাওক নিদ্র
স্বচ্ছন্দে ভুঞ্জুক দিনপতি
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর   হরষিত পুরন্দর
লঙ্কার যে দেখিয়া দুর্গতি।
ইন্দ্র আদি দেবগণ   জিনিলে যে ত্রিভুবন
তব ডরে কেহ নহে স্থির
চণ্ডাল যে বিভীষণে   শত্রু আনে যজ্ঞস্থানে
তেঁইসে বধিল লক্ষ্মণ বীর।

খাচেরবাজ সুন্দরী বিবাহ দিলাম বিদ্যাধরী
হায়২ বলি ভূমে পড়ি
রূপে গুনে যৌবনে বিভা দিলাম যত জনে
হেন সব বধূ হইল রাঁড়ী।
অযোনী সম্ভবা নারী শ্রীরামের সুন্দরী
হরিয়া আনিল তোর বাপে
সতী পতিব্রতা রাণী ব্যর্থ নহে তার বাণী
লঙ্কা মজিল তার শাপে।
যখন পুত্র যুদ্ধ করে দেবগন কাঁপে ডরে
দেবগন না যায় সেখানে
হেন পুত্র মরে যার সকল অসার তার
হা পুত্র কি মোর জীবনে।
শ্রীরামরূপ ধরি সংসারে আইল হরি
রাক্ষসকুল করিতে বিনাশ
নয় রূপ সীতাপতি হেন লয় মোর মতি
নাচাড়ি রচিল কীর্ত্তিবাস।

পুত্রের শোকে মন্দোদরী করিছে ক্রন্দন
মন্দোদরীর ক্রন্দনেতে কষিল রাবন।
সীতা লাগিয়া মজে মোর কনকলঙ্কাপুরী
আজি সীতা কাটিয়া ঘুচাইব বৈরি।
মায়া সীতা কাটিল কুমার ইন্দ্রজিত
সাক্ষাতে সীতা কাটিব সভার বিদিত।
হাতে করি লৈল রাবন খাণ্ডার এক ধারা
কুড়ি চক্ষু ফিরায় যেন গগনের তারা।
দুই পুহরের সূর্য্য যেন প্রখর কিরন
কালান্তক যমযেন কষিল রাবন।
সীতা কাটিতে রাবন যায় পবনের বেগে
রাবনের আসে পাশে যত বীরভাগে।
অশোকবনে প্রবেশ করিল রাবন
রাবন দেখিয়া সীতা করিছে ক্রন্দন।
বারে২ রাবনেরে করিয়াছি নৈরাশ
আজি আমা কাটিয়া রাবন করিবে বিনাশ।

ইন্দ্রজিত পড়িল কালি লক্ষ্মণের বাণে
পুত্রশোকে আইল আমা কাটিবার মনে।
ক্ষয় যাওক কৈকেয়ী ক্ষয় যাওক কুবজি
তাহার সে কারণে আমি লঙ্কাপুরে মজি।
হনুমানের বোল আমি না শুনিলাম কানে
পৃষ্ঠে বসাইয়া থুইত শ্রীরামের স্থানে।
রামহেন স্বামী থাকিতে অনাথ হইয়া মরি
কাতর হইয়া কান্দে সীতাত সুন্দরী।
অরবিন্দ রাক্ষস ছিল ধর্ম্ম অধিষ্ঠান
যোড়হাত করিয়া বলে রাবণ বিদ্যমান।
বিশ্বশ্রবার পুত্র তুমি জন্ম বৃহ্মকুলে
স্ত্রীবধ করিতে তোমা কোন শাস্ত্রে বলে।
সর্ব্ব শাস্ত্র বিদ্যমান তোমার গোচর
স্ত্রী বধ মহাপাপ শুন লঙ্কেশ্বর।
দৃষ্টি দিয়া সীতারে দেখহ আপনি
রূপে গুণে সীতা দেবী ত্রিভুবন জিনি।
ত্রিভুবনের কন্যা যদি এক ঠাঁই করি
তবুত সমান নহে সীতাত সুন্দরী।

গায়ে যদি পরিয়াছে মলীন বসন
তবু রূপে আলো করে যত অশোকবন।
হেন সীতা কাড়িয়া রাজা বিস্মরিবে মনে
সীতার কোন তোল গিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
রাম লক্ষ্মণ মারিয়া নিবাই অগিনি
রাম লক্ষ্মণ মরিলে সীতা ভজিবে আপনি।
রাবনপানে চাহেন সীতা কাতর হইয়া আঁখি
রাবন বলে সীতা মোরে দিলত কটাক্ষি।
অরবিন্দর বোলে সীতা এড়াইল মরন
নেওটিয়া ঘরে যায় রাজাত রাবন।
লঙ্কার ভিতর সিংহাসনে বসিল রাবন
বিসাদ ভাবিয়া রাজা করিছে ক্রন্দন।
রাবনের ক্রন্দন শুনি নিকষা তখন
ব্যথিত হইয়া বুড়ী বলিছে বচন।
নিকষা বলেন রাজা শুন লঙ্কেশ্বর
পুত্রের তরে কান্দ এখন হইয়া কাতর।
পূর্ব্বে না শুনিলা মোর সুহিত বচন
তিরস্কারে ছেড়ে গেল ভাই বিভীষন।

কোন যুক্তি দিব আমি কাহার সংবাদ
রামের সীতা আনিয়া এত পড়িল প্রমাদ।
ছোট বড় যত সেনা সুস্যার ছিল
রামের সনে বাদ করি যমঘর গেল।
এখন বলি শুন বাপু প্রাণ বড় দীন
সেই যুক্তি কর যাহে রহেত জীবন।
এক বোল বলি আমি কর অবগতি
এক পুত্র আছে তোমার পাতালে বসতি।
দুর্জ্জয় রাক্ষস সেই দুর্জ্জয় তার বান
প্রধান পুত্র তোমার মহীরাবন নাম।
পূর্ব্বে তোমায় মাগিলেক রহিবার স্থান
তুমি কহিলা পাতালপুরে করহ পয়ান।
তোমার আজ্ঞায় গেল পাতাল ভুবনে
বিপত্তে আসিবে বাপু তোমার স্মরণে।
পাসরিলে বাপু তুমি পড়ে মোর মনে
বিপত্তে স্মরন কর মহীত রাবনে।
এত যদি বলে বুড়ী রাবনবিদ্যমান
নিকষার বোলে তার হয়েত স্মরন।

বুড়ির মুখে শুনিয়া মহীরাবনের কথা
ইন্দ্রজিতা পড়িল পাসরিল ব্যথা।
কান্দিতে২ রাজা স্থির করে চিত
ভাবিতে রাজার মনে পড়ে আচম্বিত।
পাতালপুরে আছে পুত্র মহী যে রাবণ
অনেক তেজ ধরে পুত্র জিনে ত্রিভুবন।
যুদ্ধের অপার পুত্র রাজ্য অধিকারী
হেন বীর থাকিতে মোর মজে লঙ্কাপুরী।
তাহার সমুখেতে যুঝিবে কোন জন
মহামায়া পুজিয়া পাইয়াছে বরদান।
হেন পুত্র আছে মোর পাতাল ভিতরে
দুর্জ্জয় বৈরি আমার মারিবারে পারে।
পুর্ব্বে কহিল বিপত্তে করিহ স্মরণ
আইসহ২ পুত্র মোর মহীত রাবণ।
কায় মন বাক্যে স্মরে লঙ্কেশ্বর
টনক পড়িল তার ললাট উপর।
পাতাল হইতে মহী ধ্যানে সকল জানে
রাবণ রাজা স্মরণ করে বিপত্তিকারনে।

সকল পাতালপুরী চিন্তে একে২ কে
আকাশমণ্ডলে চিন্তে কারে নাহি দেখে।
পৃথিবী চিন্তিয়া রাজা স্থির করে চিত
সাগরের মধ্যে পুরী দেখে আচম্বিত।
সাগরের মধ্যেতে কনকলঙ্কাপুরী
তাহার উপরে বৈসে বাপ দশগিরি।
অসময় কাল তার জানিয়া কারন
ভথির কারনে বাপ করিছে স্মরণ।
এতেক চিন্তিয়া রাজা স্থির করে মন
চলিলত মহীরাবন বাপসম্ভাষন।
শনিবারের মরা যেন আপন সঙ্গ চাহে
ইন্দ্রজিতার দোষর হইতে মহী যাহে।
দৈবনির্বন্ধ তাহা কে খণ্ডিতে পারে
আপন মরনলাগি যম আনে ঘরে।
যাত্রাকালে মন্ত্র পড়িল আচম্বিতে
লঙ্কার দ্বার হইতে সুলঙ্গ হইল ত্বরিতে।
আচম্বিতে গেল বীর লঙ্কার ভিতর
সিংহাসনে বসিয়াছে রাজা লঙ্কেশ্বর।

মহীরাবন দেখি সিংহাসন হইতে ওলে
আলিঙ্গন দিয়া রাজা পুত্র করে কোলে।
কোলে করিয়া চুম্ব দিল বদন ওপরে
দেখিয়া আনন্দ বড় হইল অন্তরে।
মহীরাবন করে রাজার চরন বন্দন
সিংহাসনে বসিল রাজা একই আসন।
কোন কার্য্যে বাপ মোরে করহ স্মরন
কিসের কারন দেখি ক্রন্দন বদন।
কান্দিয়া রাবন বলে শুন বিবরন
একে একে মরিল লঙ্কার পুরীজন।
বাপের ক্রন্দনে পুত্রের মনে লাগে ব্যথা
কার সনে বিসম্বাদ কহ তার কাথা।
রাবন বলে শুন বাপু আমার কাহিনী
শূর্পনখা নামে আছে আমার ভগিনী।
নাক কান কাটা তার আইল আচম্বিত
বহিনির বিপদ দেখি হইলাম দুঃখিত।
অপমান দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসিনু তারে
কান্দিয়া সকল কথা কহিল আমারে।

দশরথ নামে রাজা জন্ম সুর্য্যবংশে
রাম লক্ষ্মন দুই পুত্র পাঠায় বনবাসে।
সংগে আনিয়াছে রাম যুবতী বনিতা
ত্রিভুবন জিনি রূপ নাম তার সীতা।
সীতা খাইতে চাহে রামবিদ্যমানে
নাক কান কাটে তার অনুজ লক্ষ্মনে।
অপমান পাইয়া কহে খর দুষনে
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস রাম মারে এক বানে।
শুর্পনখা কহিল আমারে হেন কথা
কোপে আনিলাম হরে শ্রীরামের সীতা।
বনের বানর রাম সংহতি করিয়া
সাগরে জাঙ্গাল বান্ধে গাছ পাতর দিয়া।
সেতু বন্ধ বান্ধিয়া রাম লঙ্কাপুরী বেড়ে
ইন্দ্রজিত আদি করি সকল রনে পড়ে।
মরিলে না মরে সে দুর্জ্জয় আমার বৈরি
তেকারনে বাপু তোমারে স্মরন করি।
এতেক রাবন যদি কহিল কাহিনী
মহীরাবন বলে বাপ শুন মোর বানী।

পুরীখণ্ড মজাইয়া বসেছ আপনি
সকল মজাইয়া এখন স্মরন করিলা কেনি ।
সাগরের কূলে যখন শ্রীরাম লক্ষ্মণ
তখন কেন আমারে না করিলে স্মরণ ।
মোর নামে দেব দানব নরের শঙ্কা লাগে
মুই থাকিতে লঙ্কার মজেছে বীরভাগে ।
স্থির নাহি দেব দানব হয় মোর ডরে
নর বানরে লঙ্কা সব খণ্ড২ করে ।
আমি থাকিতে ইন্দ্রজিত ভাই মোর মরে
কোন দেবতা না আসিয়া খাটে মোর ঘরে ।
ত্রিভুবনে হেন কথা কোথাও না শুনি
মারে খাই সেহ খায় অপুর্ব্ব কাহিনী ।
অলক্ষিতে মারিব মারে তার সনে রন
হেন মায়া করিব যেন না জানে কোন জন ।
ইন্দ্র শচী থাকে যদি এক সিংহাসনে
শচীরে আনিতে পারি ইন্দ্র নাহি জানে ।

সর বানর ভাঙ্গিব এই কোন কায
আর দুঃখ নাহি পাবে শুন মহারাজ।
শ্রীরাম লক্ষ্মন বৈরি তোমার দুই জন
আজিকে হরিয়া লব আপন ভুবন।
রাম লক্ষ্মনে তোমার আর নাহি শঙ্কা
নির্ভয়েতে রাজ্য কর কনকপুরী লঙ্কা।
এত যদি মহীরাবন করিল আশ্বাস
হাত বাড়াইয়া রাবন পাইল আকাশ।
রাবন বলে তুমি পুত্র প্রানের সমান
তোমার প্রসাদে হইল আমার পরিত্রান।
তোমা হইতে হইবে আমার বৈরিক্ষয়
তোমার প্রসাদে আমার সর্ব্বত্রে জয়।
মহীরাবন বলে শুন লঙ্কার অধিকারী
স্থির হইয়া থাক যাবৎ বৈরি নাহি মারি।
মহীরাবনের বাক্যে রাজার খণ্ডিল তরাস
লঙ্কার ভিতর বাদ্য বাজিছে উল্লাষ।
চতুর্দ্দিগে বাদ্য বাজে নানা কোলাহল
রাক্ষসের দম্ভে লঙ্কা করে টলমল।

ইন্দ্রজিতা পড়িল রাবনের নাই মনে
পাসরিল সব শোক দেখি মহীরাবনে।
শ্রীরাম বলেন শুন অপূর্ব্ব কাহিনী
ইন্দ্রজিত পড়িল লঙ্কায় বাদ্য কেন শুনি।
পুত্রশোকে রাবন বাজায় বাজনা
না জানি যুদ্ধে এবার পাঠায় কোন জনা।
বিভীষন বলে প্রভু হইল যে স্মরন
জানিয়া আসি গিয়া যে কি করে রাবন।
ইন্দ্রজিত মরিল এখন সাজে কোন বুদ্ধি
আর কোন বীর আসি সাধিবে কোন সিদ্ধি।
রাম লক্ষ্মনে মেলানি মাগিল জাম্বুবানে
পক্ষিরূপ হইয়া তখন যায় বিভীষনে।
রাবনের অন্তঃপুর নেহালে অন্তরীক্ষে
দ্বারে থাকি বিভীষন রাবনেরে দেখে।
রাবন মহীরাবন এক সিংহাসনে
কথাবার্ত্তায় আছে তারা নিভৃতস্থানে।
মহীরাবন দেখিয়া বিস্ময় বিভীষন
শ্রীরামে কহিল গিয়া ত্বরিত গমন।

বিভীষণ বলে আমি হইয়া গেলাম পক্ষী
মহীরাবণ আসিয়াছে তাহা আমি দেখি ।
মন্দোদরীর গর্ব্ভে জন্ম আছেত তনয়
তাহারে দেখিয়া আমি হইলাম বিস্ময় ।
পাতালপুরে থাকে সে রাবণ আদেশে
মহাতেজ বীরে সে পাতালপুরে বৈসে ।
যার সনে রণ করে তার নাহি রক্ষা
নানামত জানে সে বানের পরিক্ষা ।
শয়নের মাঝে যেন ডাকিনী ছাওয়াল বীরে
অন্তরীক্ষে থাকিয়া পাপিষ্ঠ চুরি করে ।
দেব দানব কেহ তার নাহি পায় সন্ধি
মহামায়া তার ঘরে সত্যে আছেন বন্ধি ।
ত্রিভুবনের দেব দানব মৃগ পশু হরে
ত্রিভুবনে যত আছে সভে ভয় করে।
হেন বীর আসিয়াছে লঙ্কার ভিতরে
আজি রাত্রি গোঁসাঞি না জানি কি করে ।
সুগ্রীব আদি করিয়া বীর হনুমান
সকল কটক শুন মন্ত্রী জাম্বুবান ।

সভাই অসিয়া এক মন্ত্রনা কর বসি
শ্রীরাম লক্ষ্মন রাখ আজিকার নিশি।
এই সব বাক্য যদি বলিল বিভীষন
সকল বানরকটক শুনি কম্পবান।
শ্রীরাম বলেন শুন মন্ত্রী জাম্বুবান
কোন যুক্তি হয় তাহা করহ অনুমান।
প্রানের সমান তুমি সুগ্রীব মিত
বিভীষনসমান নাহিক শুদ্ধচিত।
যত২ বানর আছহ তোমরা সঙ্গে
বন্ধু বান্ধব আমার যেন শত সঙ্গে।
জাম্বুবান বলে শুন বীর হনুমান
বিভীষনের বচনে তুমি কর সন্নিধান।
হনুমান বলে শুন যত বীরভাগে
চোর ধরিব আমি কোন দায় লাগে।
সকল কটক পড়িল ঐমাত্র আছে
জীবার তরে রাবন রাজা নানা কাচ কাচে।

এখন রাবন রাজার জীবনসাধি করে
আজ্ঞা কর লঙ্কাপুরী ফেলাই সাগরে।
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে শ্রীরামের গতি
যথাতথা যাওক রাবন নাহি অব্যাহতি।
সকল কটক থাক আমি হইব গড়
কোন বীর আসিবেক আমার নিয়ড়।
সকল কটক মোরা থাকিব আগুলিয়া
কার শক্তি পারে নিতে আমারে ডাণ্ডিয়া।
বিভীষন বলে শুন পবননন্দন
তোমার বচনে সুখী শ্রীরাম লক্ষ্মন।
শ্রীরাম বলেন শুন মিতা বিভীষন
হনুমানের বাক্য মিথ্যা নহে কদাচন।
সুগ্রীব বলেন আমি যুক্তি করিনু সার
আজিকার নিশি হনুমানে দিনু ভার।
হাসিয়া২ বলে মন্ত্রী জাম্বুবান
ত্রিভুবনে বীর নাই হনুর সমান।
দেখাদেখি যদি আসি রনে দেয় হানা
হনুমানের আগে রন করিবে কোন জনা।

এক ভয় করি মাত্র রাক্ষসের মন্ত্রণা
সাক্ষাতে আসিয়া সে রণে না দেয় হানা।
অলক্ষিত হইয়া আইসে চুরিবিদ্যা জানে
এইসে কারণে সভে থাক সাবধানে।
জাম্বুবান বলে তোমার অতুল বিক্রম
আজিকার রাত্রি তুমি করিবে পরিশ্রম।
মন্ত্রণা করিয়া সভে মন্ত্রণা দড় করি
বেলা অবসান হইল আইল সর্ব্বরী।
জাম্বুবানের বচন যদি হইল অবসান
হেন বেলা উঠিয়া বলে বীর হনুমান।
বুদ্ধেতে আগল বড় পবনকোঙর
সভার ভিতর বলে যুড়ি দুই কর।
হনুমান বলে সভে যুক্তি করিনু সার
এক যুক্তি বলি আমি মন্ত্রণাপ্রকার।
মায়াধারী রাক্ষস নানা মায়া জানে
মায়া ধরিয়া যেন না আইসে এইস্থানে।
রামের আগে কথা কহে পবননন্দন
বিষ্ণুচক্র এড় গোঁসাঞি উপর গগন।

তোমার বিষ্ণুচক্র যদি রহিল গগনে
কোন বীর আসিতে পারে কাহার পরাণে॥
বিশ্বকর্ম্মার পুত্র আছে যাহার নিবাস
পাতালমূলঙ্গে থাকুক হইয়া সাবধান।
নেগুলপ্রমাণ হইয়া রহিলেক দ্বারে
তবে কার প্রাণে পারে আসিতে এথারে॥
সাবধান হইয়া সভে থাক সারি২
লেজের গড় বান্ধি আমি লইব দুয়ারী।
সত্তরি যোজন হইল বীর আছে পরিসর
শতেক যোজন হইল ওভেতে দীর্ঘল।
দীর্ঘল লেজ করিলেক শতেক যোজন
চারিদিগে গড় করে পবননন্দন।
হনু বলে চারিদিগে করিলাম গড়
সকল কটক থাক ইহার ভিতর।
শরীর হনু বাড়ায় মনের হরিষে
শ্রীরামের কটক যত তাহাতে প্রবেশে।
লেজ বাড়ায় হনুমান চতুর্দ্দিগে আঁটি
লক্ষলক্ষ বানর তাহে জাগে কোটিকোটি।

কটকের মাঝে দুই ভাই শ্রীরাম লক্ষ্মণ
গাছ পাতর হাতে করি জাগে বানরগণ ।
লেজে বান্ধিল গড় ঠেকিল গগনে
তার ওপর বিষ্ণুচক্র ফিরে ঘনেঘনে ।
গড় বান্ধিয়া হনুমান আপনি দ্বারে রহে
এমন বীর নাই যে প্রবেশ করে তাহে ।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি ঘোর অন্ধকার
বিভীষণ বলে শুন পবনকুমার ।
আপনি পবন যদি আইসে তোমার পিতা
প্রবেশ করিতে তারে না দিবে সর্ব্বথা ।
এত বলি বিভীষণ বাহিরে গমন
জানিয়া আসি গিয়া কি করে রাবণ ।
রাবণে মেলানি করি মহীরাবণ রাজে
মহামায়া স্মরিয়া যুঝিবারে সাজে ।
ঠাট কটক সেনপতি না নিল দোষর
একেশ্বর চলিল যে রাবণকোঙর ।
আকাশে আসিতে চক্র দেখিল ওপরে
সকল কটক দেখে গড়ের ভিতরে ।

মনেমনে ভাবে বীর মহীত রাবন
মায়াতে ছলিয়া লব শ্রীরাম লক্ষ্মন ।
অঙ্গদের মুর্ত্তি ধরে রাবনকোঙর
মায়া পাতি যায় হনুমানের গোচর ।
হনুমানের আগে কহে বিনয় করিয়া
পথ ছাড়ি দেহ হনু রামে দেখি গিয়া।
হনুমান বলে অঙ্গদ গড়ের ভিতর
মায়া করি আইল বুঝি রাবনকোঙর ।
যদি বা অঙ্গদ হও কহি এক বাত
বাম হাত বাড়াই দেখি ঠেল মোর হাত ।
এত বলি হনুমান হাত বাড়াইল
ভয় পাইয়া মহীরাবন উঠিয়া পলাইল ।
কোনমতে প্রবেশিব গড়ের ভিতর
কি বলিয়া প্রবোধিব বাপের গোচর ।
এতেক ভাবিয়া বীর মহীত রাবন
সুগ্রীবের মুর্ত্তি হইল মায়ার কারন ।
সুগ্রীবের মুর্ত্তি হইয়া হনুমানে বলে
দ্বার ছাড়িয়া দেহ যাই গড়ের ভিতরে ।

এতক্ষণ নাহি দেখি শ্রীরাম লক্ষ্মণ
মায়া পাতি আইসে পাছে মহীত রাবণ।
হনুমান বলে সুগ্রীব গড়ের ভিতর
মায়া পাঁতি আসিয়াছ রাবণকোঙর।
অঙ্গদরূপে আসেছিলা আমার গোচর
হাত বাড়াইতে কেন পলাইলা সত্বর।
সুগ্রীব রাজা আছে আমার ভিতর গড়ে
প্রাণ বধিব রাক্ষসা তোর একই চাপড়ে।
সুগ্রীব রাজা যদি হও সহত চাপড়
হাত বাড়াইতে মহী ওঠে দিল রড়।
হনুমান বলে ভাল বাঁচিলি রাক্ষসা
মহী বলে এড়াইলাম মরনের দশা।
কোন বুদ্ধে ভুলাইব পবননন্দন
গড়ের ভিতর আছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
বিভীষণ রহিল তথা গড়ের বাহিরে
বিভীষনের মূর্ত্তি হইয়া প্রবেশি ভিতরে।
নিজ মূর্ত্তি ছাড়িয়া বিভীষনের মূর্ত্তি ধরে
ত্রিভুবনে কেহ তারে লক্ষিতে না পারে।

গড়ের দ্বারে আছে তথা বীর হনুমান
মহীরাবন দেখা দিল হইয়া বিভীষন।
হনুমান বলে বিভীষন পুনরপি আইলে
মহীরাবন আসেছিল তুমি লঙ্কা গেলে।
বিভীষন বলে শুন পবনন্দন
চোররূপ করিবেক মহী যে রাবন।
সাবধান থাকিহ বীর আজিকার নিশি
রাম লক্ষনের ঠাঁই বিদায় হইয়া আসি।
এতেক বলিয়া রাক্ষস কটকে প্রবেশে
অলক্ষিত হইয়া গেল শ্রীরামের পাশে।
মহামায়া স্মরে মহী এমন মন্ত্র বলি
সকল কটকের চক্ষে লাগিল নিদালি।
অচেতন হইয়া পড়ে সকল বানরঘড়ে
হাতে হইতে গাছ পাতর খসি ভূমে পড়ে।
রাম লক্ষন দুই ভাই নিদ্রায় অচেতন
সুলঙ্গপথে লইয়া গেল আপন ভুবন।
বন্দি করি থুইল লইয়া আপনার স্থানে
নিদ্রা নাই ভাঙ্গে তথা থাকিল শয়নে।

অনুমান করিয়া আইসে রাক্ষস বিভীষণ
নিঃশব্দে রহিল কেন কিসের কারণ।
হেনকালে বিভীষণ আইল গড়ের দ্বারে
হনুমান বলি তাকে গড়ের বাহিরে।
হনুমান বলে বিভীষণ গেছে রামের নিকটে
মহীরাবণ আসিয়াছে করিয়া কপটে।
আমার ঠাঁই পড়িলে তোর নাহিক নিস্তার
লেজের বাড়িতে পাঠাইব যমদ্বার।
লেজে বান্ধে লঙ্কাপুরী বুড়াইব সাগরে
সকল রাক্ষস আজি পাঠাইব যমঘরে।
মায়া পাতি আইস তুমি আমার নিয়ড়ে
হনুমানের বচনে বিভীষণের প্রাণ উড়ে।
কখন কখন করি ত্রাস বিভীষণে
এখন কখন আসিয়াছি রামের স্থানে।
বিভীষণ বলে হনুমান আসিয়া থাকি চলে
দিব্য করি হনুমান তোমার গোচরে।

গোবধী বৃহ্মবধী করিলে যত পাপ ফলে
তত পাপী হই আসিয়া থাকি জলে।
যত পাপ হয় স্ত্রীবধী সুরাপানে
তত পাপের পাপী যদি কপট থাকে মনে।
বিভীষণ দিব্য করে হনুমানে লাগে ডর
তোমার রূপে কেবা গেল গড়ের ভিতর।
হনুমান বলে যদি এ সব বচন
প্রমাদ পড়িল হেন বলে বিভীষণ॥
বিভীষন বলে শুন পবননন্দন
সত্বরে দেখহ গিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মন।
ধাইয়া গেল হনুমান হইয়া অসুখী
রাম লক্ষ্মন গিয়া তথা নাই দেখি।
আচম্বিতে সেইখানে সুলঙ্গ নির্মান
রাম লক্ষ্মন না দেখিয়া চিন্তে হনুমান।
কটকের মাঝে নাই শ্রীরাম লক্ষ্মন
ভুমেতে লোটাইয়া কান্দে রাক্ষস বিভীষন।
সুগ্রীব অঙ্গদে বীর ডাকে ঘনেঘন
প্রমাদ পড়িল ভাই শুনহ কারন।

কটকের ভিতর হইল গণ্ডগোল
চারিদিগে উঠিল ক্রন্দনের রোল।
সুগ্রীব রাজা কান্দেন নাহিক সম্বিত
কোথা গেলে প্রানের পাইব হেন মিত।
কান্দেন হনুমান গনিয়া অভিমান
শ্রীরাম লক্ষ্মন উদ্দিশে আমি ত্যজিব পরান।
অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া তাহাতে দিব ঝাঁপ
তবে সে ঘুচিবে মোর মনের সন্তাপ।
মাথায় হাত দিয়া কান্দে অঙ্গদ যুবরাজ
কান্দি অচেতন হইল বানর সমাজ।
কাকুতি করিয়া কান্দে সেনাপতি নীল
ব্যর্থ গেল বিক্রম আমরা যত কৈল।
কান্দিয়া বিভীষন বুলায় বুষর
পাপিষ্ঠ ভাই আমার রাজা লঙ্কেশ্বর।
সকল ছাড়িয়া রামের চরন করিন র
রাবনের হাতে কোথাও নাহিক নিস্তার।
স্বর্গ জিনিয়াছে রাবন যদি স্বর্গ যাই
তথায় মারিবে গিয়া এড়াইতে নাই।

পাতালপুরেতে গেলে মারিবে রাবণ
অগ্নিতে পড়িয়া আমি ত্যজিব জীবন।
সুগ্রীব কান্দিয়া বলে প্রাণে নাই কায
ঝাঁপ দিয়া মরি গিয়া সাগরের মাঝ।
বিপত্তিকালে যদি হয় শঙ্কটমরণ
বৈরি পাইবে ত্রাস শুনহ বচন।
ক্রন্দন সম্বল শুন সুগ্রীব বানররাজ
কেমনে নিস্তার পাব কর তার কায।
বিপত্তিকালে হয় যদি শঙ্কটসময়
সুস্থির হইয়া সভে চিন্তহ ওপায়।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ ত্রিভুবনের সার
কেবা নিল কোথা গেল করহ বিচার।
জাম্বুবান বলে শুন সুগ্রীব রাজন
হনুমান বই ওদ্দিশ করিবে কোন জন।
হনুমানের গতি যে সর্ব্বত্রেতে চলে
হনুমান থাকিতে আপদ নাই কোনকালে।
হনুমান হইতে সিদ্ধ নহে পুয়োজন
অগ্নিকুণ্ড করি সভে ত্যজিব জীবন।

সুগ্রীব রাজা বলে শোক ছোট কায নহে
রাম লক্ষ্মন বিহনে কার প্রান রহে।
এতেক মন্ত্রনা যদি বলে জাম্বুবান
অভিমানে প্রান ত্যজিতে চাহে হনুমান।
রাম লক্ষ্মনের শোক কহিব কাহারে
রাম লক্ষ্মন হেন প্রভু গেল কোথাকারে।
হনুমান বলে মোর বৃথাই জীবন
বিক্রম করিনু যত সব অকারন।
জাম্বুবান বলে শুন তোমার কি দোষ
অশেষ মায়া জানে পাপিষ্ঠ রাক্ষস।
তুমি শোক করিলে কাহার নাই গতি
আপন পুরুষার্থ তুমি কর মহামতি।
জাম্বুবানের বচনে বলে হনুমান বীর
চারি দণ্ড তোমরা হইয়া থাক স্থির।
চাহিব পাতালপুরী যত আছে ঠাঁই
রাক্ষস মারিয়া আমি আনিব দুই ভাই।

তবে যদি না পাইব রামদরশন
একত্রে সভাই তবে ত্যজিব জীবন।
সুগ্রীব রাজার করি চরণ বন্দন
সুলঙ্গপথে প্রবেশ করে পবননন্দন।
যে সুলঙ্গ দিয়া রাক্ষস করেছে প্রবেশ
সেই পথে যায় হনু চক্ষের নিমেষ।
পাতালপুরী দেখে বীর দশ দিগ প্রকাশ
অপূর্ব্ব দেখিল বলি রাজার আওয়াস।
প্রথমে দেখিল বলি রাজার বসতি
পুণ্যতীর্থ আছে তথা গঙ্গা ভাগীরথী।
অপূর্ব্ব লোক সব একে২ দেখে
সে সব দেখিলে লোকের পাপ নাহি থাকে।
মহাতপোধিন দেখে পাতালে বসতি
নাগিনী যক্ষিণী দেখে রূপসী যুবতী।
চতুর্ভুজ রূপ দেখে কোটি২ লোক
জরা মৃত্যু নাহি তথা নাহি রোগ শোক।
তিন কোটি পুরুষ আছে কপিল মুনির পাশে
পরম সুন্দর লইয়া স্ত্রী সব বৈসে।

বিস্তর নদ নদী দেখে বড় পুণ্যস্থান
কোথা নাট গীত দেখে উত্তম বন্ধান।
নানা বর্ণে পুরী দেখে পাতালভিতর
একখানা পুরী দীপ্ত জিনি শশধর।
নির্ম্মল জল তাহে দিব্য সরোবর
দিব্য পুরুষ দেখে পরমসুন্দর।
কন্যা সব দেখে তথা মুখ শশধর
বিচিত্র নির্ম্মান দেখে সুবর্ণের ঘর।
বড় বড় বীর দেখে পর্ব্বতপ্রমান
ঘোড়া হাতী দেখে তথা অদ্ভুত নির্ম্মান।
মনেমনে চিন্তে তথা পবনকুমার
ভালমতে এই পুরী করিব বিচার।
মর্কটরূপেতে রহে এক বৃক্ষের উপর
বিচিত্র ঘাট বান্ধা অপূর্ব্ব পাতর।
নানা বর্ণে লোক তথা করে স্নান দান
বানর দেখিয়া তারা অপূর্ব্ব জ্ঞান।
গাছের তলায় থাকি নেহালিয়া চায়
গাছের ডালে হনুমান লুকাইয়া রয়।

এক বৃদ্ধ আছে তথা বৃদ্ধে চিরঞ্জীবী
বানরের নামে সে মনেং ভাবি।
বুড়া বলে শুন সবে হইয়া সাবধান
পূর্ব্ব কালের কথা শুন আমার স্থান।
বিস্তর তপ করিল মহীরাবন রাজা
বিবিধ বিধানে করে মহাদেবের পূজা।
বিস্তর তপ করিল বিস্তর উপবাসে
আতন্ম হইলে করিল অনেক প্রয়াসে।
অমর হইতে বর মাগে মহীত রাবন
অমর বর মাগে মহাদেবের স্থান।
অমর হইতে শিব নাই দিল বর
হাত যোড়ে বলে রাজা শিবের গোচর।
অমর না হইল যদি অবশ্য মরন
শিবের ঠাঁই জিজ্ঞাসে মারিবে কোন জন।
শিব বলেন শুন বলি মহীত রাবন
নর বানর একত্র হইলে তোমার মরণ।
দুই জাতি একত্র হেথা বড়ই বিস্ময়
বানর দেখিয়া মোর হইল মনোভ্রম।

বান্ধিয়া আনিয়াছে কালি দুইটা নর
আচম্বিতে কোথা হইতে আইল বানর।
অশুভক্ষণে দেখিনু শুনিনু সর্ব্ব জনে
গাছের ওপর থাকি হনুমান শুনে।
হনুমান বলে মোর কার্য্য হইল সিদ্ধি
এই রাজার ঘরে রাম লক্ষ্মন আছেন বন্দি।
মনে২ চিন্তে বীর পবনতনয়
এখানেতে আছি আমি কিছু ভাল নয়।
গাছে থাকিয়া বীর ওলে ফিরে২
মহামায়া দেখি হনু নমস্কার করে।
হনুমান নাম মোর করি নিবেদন
তথায় চাহিলে পাই যেন শ্রীরাম লক্ষ্মন।
মহীরাবনের ঘরে যেন পাই অব্যাহতি
আমার সনে দেখা রামের হওক শীঘ্রগতি।
যদি আমার সনে রামের নাহি হয় দেখা
আমার ঠাঁই দেবী তবে নাহি পাবে রক্ষা।
নরবলি খাইবা মনে করিয়াছ আশ
হেথা কোন কায তোমার যাহত কৈলাশ।

হনুমানের বচনে দেবীর হইল হাস
হনুমানের তরে বলেন বচন প্রকাশ।
শুন পুত্র হনুমান পবননন্দন
তোমার বধ্য আছে রাজা মহীত রাবন।
মহীরাবনের ঘরে আছে শ্রীরাম লক্ষ্মন
তার প্রতিকার হবে তোমাদরশন।
তোমার হাতে মৃত্যু আছে মহীরাবন রাজ
রাম লক্ষ্মন উদ্ধারিয়া সাধ নিজ কায।
তুমিহেন পুত্র যার পবনহেন পিতা
রাম লক্ষ্মন উদ্ধারিবে তোমার কোন চিন্তা।
মহীরাবন মার তুমি আমি দিলাম বর
শুনি হরষিত হইল পবনকোঙর।
মহামায়ার বর পাইয়া হরষিত মতি
রাম লক্ষ্মন উদ্দিশে বীর যায় শীঘ্রগতি।
রাম লক্ষ্মন গেল রাজার অন্তঃপুরে
রাম লক্ষ্মন বন্দি আছেন যেই ঘরে।
বাহিরে পাতরের গড় ভিতরে সোনার গড়
নানা অস্ত্র দেখে বীর আঠি ঝকড়।

চারিদিগে বাহিরে রাক্ষস সর্ব্বজন
ঘরের ভিতর আছেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
মর্কটরূপে সাম্ভায় গড়ের ভিতর
শ্রীরাম দেখিয়া পুনর্ব্বিল বহুতর।
বন্ধন মুক্ত করে বীর পবননন্দন
নিদ্রা ভাঙ্গিয়া ওঠেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ বলেন শুন পবননন্দন
সুগ্রীব অঙ্গদ কোথা রাক্ষস বিভীষন।
হনুমান বলে গোঁসাঞি পাসরিলে চিত্তে
মহীরাবন আনিয়াছে সুলঙ্গের পথে।
কাতর হইল দুই ভাই শুনিয়া বচন
প্রবোধ করিয়া বলে পবননন্দন।
হেনকালে রাজার ঘরে ওঠিল ঘোষনা
মহামায়া পূজিবে রাজা বাজুক বাজনা।
বিস্তর ছাগল দিবে বিস্তর মহিষ
বলিদান দিবে রাজা দুইগোটা মানুষ।
নানা সুগন্ধি ফুল গন্ধে মনোহর
সজ্জা লইয়া যায় তথা চণ্ডিকার ঘর।

হেনকালে হনুমান পাইল সন্ধান
শ্রীরামের হনুমান করে অনুমান।
যোড়হাত করিয়া বীর কহে রামের আগে
রাক্ষস মারিব গোসাঞি কোন দায় লাগে।
ত্রিভুবন যুড়িয়া প্রভু তোমার অবতার
তোমার প্রসাদে রাক্ষস করিব সংহার।
রাবনের বন্ধু বান্ধব যথাতথা থাকে
সভারে মারিব আজি না এড়িব কাকে।
দুর্জ্জয় রাক্ষস প্রভু করিলে সংহার
রাক্ষসক্ষয় করিতে প্রভু তোমার অবতার।
অলক্ষিত মায়া তোমার জানে কোন জনে
আপন ইচ্ছায় রাজা যম ঘরে আনে।
এক যুক্তি আছে গোসঞি শুনহ মন্ত্রনা
যখন করিবে রাক্ষস দেবির অর্চ্চনা।
তোমা দোঁহা লইয়া যাবে চণ্ডিকার ঘরে
সেই কালে প্রবেশিব ঘরের ভিতরে।
ছোট হইয়া যাইব থাকিব অন্তরীক্ষে
ঘরে সাম্ভাইবে রাজা চণ্ডিকা পুজিতে।

দণ্ডবৎ হইবে যখন দেবীবিদ্যমান
সেইখানে কাটিয়া করিব দুইখান।
যখন বলিবে তোমারে দেবির কর পূজা
তারে তুমি বলিহ আমি রাজপুত্র রাজা।
যে বোল বলহ অলঙ্ঘ্য তোমার বাণী
কেমতে প্রণাম করিব দেখাও আপনি।
তোমার বোল শুনিয়া রাজা করিবে প্রণাম
তখনি মারিব তারে না করিব সংগ্রাম।
তীক্ষ্ন খড়্গেতে তারে ফেলিব কাটিয়া
রাক্ষসের রুধির দিয়া পূজিব মহামায়া।
হনুমানের বচনে হরিষ দুই ভাই
তোমার প্রসাদে দোঁহে সঙ্কটে এড়াই।
ধন্যধন্যধন্য বাপু পবননন্দন
তোমার যশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবন।
তোমার প্রসাদে বাপু বাঁচি বারেবার
আজি দুই ভাইয়ের বাপু করহ উদ্ধার।

তোমার প্রসাদে পাব সীতা চন্দ্রমুখী
তোমা হইতে বন্ধু বান্ধবের মুখ দেখি।
তোমার যত বীর বাচা শুধিতে না পারি
তোমার প্রসাদে দেখি অযোধ্যানগরী।
এতেক মন্ত্রনা যদি করিল তিনজন
হেনকালে দেবী পূজিতে রাজার গমন।
স্নান দান করিয়া মহী লইয়া পাত্রগন
গলায় পুষ্পের মালা সুগন্ধি চন্দন।
মুকুট কুণ্ডল লইল রাজ অভরন
দেবী পূজিবারে যায় হরষিত মন।
রক্ত পুষ্প রক্ত চন্দন রাখিল স্থানে২
নৈবেদ্য নির্ম্মাইল দেবীবিদ্যমানে।
ভূমিকম্প হইলে যেন কম্পে ত্রিভুবন
নির্ঘাত শব্দ হইল রক্ত বরিষন।
অহঙ্কারে যায় মহী কিছু নাই গনে
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত রাজা রাজ অভরনে।
সুবর্ননুপুর পায় যায় মহারোলে
প্রবেশ করিল গিয়া ভগ্নচণ্ডার ঘরে।

পূজার সজ্জা লইয়া আইল পাত্র মিত্রভাগে
নানা উপহার দ্রব্য থুইল রাজার আগে।
দুই লক্ষ ছাগল আনিল মহীর বিদ্যমানে
পশু কাটিবারে আনে অস্ত্র ধার সানে।
সুবর্ণসিংহাসনে মহী বসিল হরষিতে
ধ্যান করি লাগিল রাজা দেবীরে পূজিতে।
পূজার আয়োজন লইয়া আইল ঘরে২
স্ত্রী পুরুষে আইল সভে দেবী পূজিবারে।
চতুর্দ্দিগে পড়ে তখন জয়২ ধ্বনি
নানা বেশ করিয়া আইল রাজার যত রাণী।
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায় নাচে বিদ্যাধরী
আনন্দে পূর্ণিত হইল কাঞ্চননগরী।
নানা শব্দে বাদ্য তখন চতুর্দ্দিগে বাজে
সিংহাসনে বসি রাজা উগ্রচণ্ডা পূজে।
ব্রাহ্মণে বেদ পড়ে বড় কোলাহল
স্ত্রীলোকে দেয় সভে জয়জয় মঙ্গল।
মহী বলে পাত্র মিত্র চলহ সত্বর
স্নান করিয়া আন ঝাট দুই সহোদর।

মন্ত্রীর আজ্ঞা পাইয়া গেল সকল পাত্রগন
সুগন্ধি জলেতে স্নান করাইল দুই জন।
সুগন্ধি চন্দন দিল রাজ অলঙ্কার
মুকুট কুণ্ডল দিল গলে রত্নহার।
পরিধান করাইল পীত বসন
গলায় পুষ্পের মালা নানা আভরন।
দোঁহার রূপ গুন স্ত্রী লোকেতে নেহালে
দেবী স্নান করাইল জয়জয় বোলে।
রাজা আদেশ করিল ঝাট আন দুই জনে
রাম লক্ষ্মন থুইল লইয়া দেবির দক্ষিনে।
সেই কালে হনুমান প্রবেশিল ঘরে
অলক্ষিতে রহিল গিয়া প্রতিমার আড়ে।
রহিলেন হনুমান বন্দিয়া দুই জনে
পুষ্পরাশির ভিতরে রহিল ততক্ষনে।
অর্চ্চনা করিতে রাজা সিংহাসনে বৈসে
প্রতিমার আড়ে থাকিয়া হনুমান হাসে।
আয়ু টুটিল রাজার নিকট মরন
নর বানর একত্র হইল রাজার ভুবন।

শুনিতে কৌতুক বড় রামের অবতার
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত রচিল লঙ্কাকাণ্ডের সার ॥

মহীরাবণ হরিয়া লইল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সত্বরে বৃহ্মার ঠাঁই গেল দেবগণ।
করযোড় করিয়া বলে ইন্দ্র সুরপতি
মহী রাম লক্ষ্মণ লইল শুন প্রজাপতি ॥
এতেক শুনিয়া বৃহ্মা ইন্দ্রের বচন
হাসিয়া বলেন বৃহ্মা শুন দেবগণ ॥
শক্রবীনু নামে ছিল গন্ধর্ব্বের বালা
বিষ্ণুর সদনে থাকে করে নৃত্য খেলা ॥
নিত্য নৃত্য করে সেই বৃহ্মার সদনে
তাহার নৃত্যে তুষ্ট হইল নারায়ণে।
বিষ্ণুসম্ভাষনে গেল অষ্টবক্র ঋষি
মুনির রূপ দেখিয়া নৃত্য করে উপহাসি।

মুনির রূপ দেখিয়া তার মনে হইল রঙ্গ
মুনিনিরীক্ষনে তার তাল হইল ভঙ্গ।
মুনি বলে আমা দেখি তোমার উপহাস
সুন্দর শরীর তোর হইবেক নাশ।
পাপী হইয়া জন্ম গিয়া রাক্ষসের কুলে
বিকট মূর্ত্তি ধরিয়া থাকহ পাতালে।
শুনিয়া শক্রধনু ধরে মুনির চরণ
কৃপা কর গোঁসাঞি লইলাম শরণ।
শাপ লেওটিও মোর মহাতপোধন
এতেক বলিয়া তথা করিছে ক্রন্দন।
শক্রধনুর বচন শুনিয়া মুনিবর
প্রসন্ন হইয়া মুনি বলেন উত্তর।
আমার বচন কভু নহিবেক আন
পাতালে থাকহ হইয়া রাক্ষসপ্রধান।
তপের বলে কালিকা থাকিবেন তোমার ঘরে
সুখে রাজ্য কর গিয়া পাইয়া দেবির বরে।
যাহার হাতে মৃত্যু তাহার নাম হনুমান
আমার বাক্য মিথ্যা নহে করিলাম সন্ধিধান।